فی نور الوحی للإبعاد الضلالة

محمد إقبال بن فخرول

মুহাম্মাদ ইকবাল বিন ফাখরুল

বিভ্রান্তি নিরসণে ওয়াহীর আলোকে

দাজ্জাল

- লেখক -

মুহাম্মদ ইকবাল বিন ফাখরুল
মোবাইল ঃ ০১৬৮০৩৪১১১০

- প্রকাশনায় -

বাক্কাহ্ ডিটিপি হাউজ
২৯/৪, কে.এম. দাস লেন, টিকাটুলী, ঢাকা-১২০৩

প্রচ্ছদ ডিজাইন ও কম্পিউটার কম্পোজ ঃ
আব্দুল্লাহ্ আরিফ

- প্রকাশকাল -
রবিউল আওয়াল, ১৪৩৫হিঃ
জানুয়ারী, ২০১৪ইং
মূল্য ঃ **২৫** টাকা মাত্র

॥ সূচীপত্র ॥

ভূমিকা

بسم الله الرحمن الرحيم

সমস্ত প্রশংসা মহান আল্লাহর জন্য আমরা তাঁরই প্রশংসা করি, তাঁরই নিকট সাহায্য চাই ও ক্ষমা প্রার্থনা করি। তাঁরই প্রতি আমরা ঈমান তথা বিশ্বাস রাখি এবং ভরসা করি।

আমি এ সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ্ ছাড়া সত্য কোন মা'বুদ নেই, তিনি এক ও অদ্বিতীয় তাঁর কোন অংশীদার নেই। আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ ﷺ আল্লাহর বান্দা এবং রসূল। অতঃপর সলাত ও সালাম বর্ষিত হোক মুহাম্মাদ ﷺ এর প্রতি।

কথা হচ্ছে, দাজ্জাল নিয়ে প্রচুর লেখা-লেখি হয়েছে তারপরও এই বিষয়টি নিয়ে লিখতে বাধ্য হলাম এই কারণে যে, পৃথিবীতে একটি বাতিল আক্বিদাহ্ বা চিন্তা-চেতনা বেশ মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে। আর তা হল "দাজ্জালকে ইয়াহুদি-খৃষ্টান যান্ত্রিক সভ্যতা বলা।" যা কি'না একটি চরম ভুল আক্বিদাহ্। আল্লাহ্'র দয়ায় এই বইয়ে কুরআন এবং গ্রহণযোগ্য হাদিসের ভিত্তিতে প্রমাণ করেছি যে, দাজ্জাল ইয়াহুদি-খৃষ্টান আবিস্কৃত কোন যান্ত্রিক সভ্যতা নয়। বরং সে একজন মানুষরূপি দানব। তথাপিও মানুষ ভূলের উর্ধে নয়, যদি কোন ভাইয়ের নিকট এই ব্যাখ্যাগুলো ভূল মনে হয়, তা'হলে অনুগ্রহ করে আমাকে কুরআন এবং সুন্নাহ্'র আলোকে শুধরিয়ে দিবেন। আল্লাহ আমাদের সহায় হউন।

প্রচ্ছদ ডিজাইন এমন কেন করলাম?

আব্দুল্লাহ্ ইবনে ওমার رضي الله عنه হতে বর্ণিত,

اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ بَيْنَ اَنَا نَائِمٌ... فَاِذَا رَجُلٌ جَسِيْمٌ اَحْمَرُ جَعْدُ الرَّاْسِ اَعْوَرُ الْعَيْنِ كَاَنَّ عَيْنَهُ عِنَبَةٌ طَافِيَةٌ قَالُوْا هٰذَا الدَّجَّالُ...

"তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, আমি একবার স্বপ্নে দেখলাম... এসময় একজন লাল রংয়ের মোটা-সোটা কুঁকড়ানো চুলওয়ালা, ডান চোখ কানা ব্যক্তিটিকে দেখলাম তার (কানা) চোখটি যেন ভাসমান আঙ্গুর। আমি জিজ্ঞেস করলাম, এই ব্যক্তি কে? তারা বলল, এই হচ্ছে দাজ্জাল..." -**বুখারী,** অধ্যায় ঃ ৯১, স্বপ্নের ব্যাখ্যা করা, অনুচ্ছেদ ঃ ৩৩, স্বপ্নে কা'বাগৃহ তাওয়াফ করা, হাদিস # ৭০২৬, অধ্যায় ঃ ৯২, ফিৎনাহ্, অনুচ্ছেদ ঃ ২৬, দাজ্জাল সম্পর্কিত আলোচনা, হাদিস # ৭১২৮।

এই হাদিস অনুযায়ী ছবিতে দাজ্জালের গায়ের রং লাল, চুলগুলো কুঁকড়ানো, ডান চোখ কানা এবং ঐ চোখটি ভেসে উঠা আঙ্গুরের মত আকার দেয়ার চেষ্টা করা হয়েছে।

(খ) দাজ্জালের কপালে "কাফ (ک) ফা (ف) র (ر)" অর্থাৎ কাফির লেখা থাকবে

আনাস رضي الله عنه হতে বর্ণিত,

اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ الدَّجَّالُ مَكْتُوْبٌ بَيْنَ عَيْنَيْهِ ك. ف. ر اَىْ كَافِرٌ.

"নিশ্চয়ই নাবী ﷺ বলেছেন, দাজ্জালের দুই চোখের মাঝখানে কাফ (ک) . ফা (ف) . র (ر) অর্থাৎ কপালে 'কাফির' শব্দটি লেখা থাকবে।" -**বুখারী,** অধ্যায় ঃ ৯২, ফিৎনাহ্, অনুচ্ছেদ ঃ ২৬, দাজ্জাল সম্পর্কিত আলোচনা, হাদিস # ৭১৩১, অধ্যায় ঃ ৯৭, কিতাবুত তাওহীদ, অনুচ্ছেদ ঃ ১৭, আল্লাহ্'র বাণী ঃ "যাতে তুমি আমার তত্ত্বাবধানে প্রতিপালিত হও" -সূরা ত্বাহা (২০), ৩৯, আল্লাহ্'র বাণী ঃ "যা চলত আমার সরাসরি তত্ত্বাবধানে" -সূরা ক্বমার (৫৪), ১৪, হাদিস # ৭৪০৮, **মুসলিম,** অধ্যায় ঃ ৫২, বিভিন্ন ফিৎনাহ্ ও ক্বিয়ামাতের লক্ষণসমূহ, অনুচ্ছেদ ঃ ২০, দাজ্জালের বর্ণনা তার পরিচয় এবং তার সাথে যা থাকবে, হাদিস # ১০১,১০২,১০৩/২৯৩৩, **আবু দাউদ,** স্বহীহ্, অধ্যায় ঃ ৩২, যুদ্ধ-সংঘর্ষ, অনুচ্ছেদ ঃ ১৩, ফোরাতের খনিজ সম্পদ উন্মুক্ত হওয়া সম্পর্কে, হাদিস # ৪৩১৬, **তিরমিযী,** স্বহীহ, অধ্যায় ঃ ৩১, কিতাবুল ফিতনাহ্, অনুচ্ছেদ ঃ ৬২, দাজ্জালকে ঈসা ইবনু মারইয়াম عليه السلام হত্যা করবেন, হাদিস # ২২৪৫ (হাদিসটি মুসলিমের বর্ণনা)।

এই হাদিস অনুযায়ী প্রচ্ছদ ডিজাইনে দুই চোখের মাঝখানে তথা কপালের মাঝে 'কাফির' লেখা হয়েছে।

দাজ্জাল শব্দের অর্থ

دَجَّال
"দাজ্জাল"
একটি আরবী শব্দ

যার অর্থ ঃ সোনার পানি, এমন মিথ্যুক যা ছদ্ম আবরণ দ্বারা গোপনে প্রতারিত করে।	**মু'জামুল ওয়াসীত্ব,** আরবী টু আরবী লুগাত (ডিকশনারী), মিশর ছাপা প্রকাশকাল # ১৪৩১হিঃ ২০১০ইং সন, পৃষ্ঠা # ২৮১।
যার অর্থ ঃ "ভণ্ড, মিথ্যুক, প্রতারক, দুষ্ট, দুর্দান্ত।	**মু'জামুল ওয়াফী,** রিয়াদ প্রকাশনী, দশম সংস্করণ, মে ২০১২ইং, পৃষ্ঠা # ৪৬৪)
যার অর্থ ঃ মিথ্যাবাদী, ধোঁকাবাজ, সোনার পানি।	**মিসবাহুল লুগাত,** থানবী লাইব্রেরী, প্রথম প্রকাশ, সেপ্টেম্বর ২০০৩ইং, পৃষ্ঠা # ২২২।

দাজ্জাল নিজেকে রব দাবী করবে

ইবনে ওমার (رضي الله عنه) বর্ণনা করেছেন যে,

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ... يَقُوْلُ لَهُ اَتُؤْمِنُ بِيْ ؟...

"রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন... অতঃপর সে (দাজ্জাল) তাকে (একজন নেক্কার ব্যক্তি) জিজ্ঞেস করবে, তুমি কি আমার প্রতি (রব হিসেবে) ঈমান আনবে না?..." **-মুসলিম,** অধ্যায় ঃ ৫৪, বিভিন্ন ফিতনাহ্ ও ক্বিয়ামাতের লক্ষণসমূহ, অনুচ্ছেদ ঃ ২১, দাজ্জালের পরিচিতি তার জন্য মাদিনা হারাম এবং কোন মু'মিনকে হত্যা ও জীবিতকরণ, হাদিস # ১১৩/২৯৩৮।

দাজ্জালের ভয়াবহতা

(ক) দাজ্জালের ফিতনা সবচেয়ে বড়

سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَابَيْنَ خَلْقِ اٰدَمَ اِلٰى قِيَامِ السَّاعَةِ خَلْقٌ اَكْبَرُ مِنَ الدَّجَّالِ.

আবু ক্বাতাদাহ্ ﷺ হতে বর্ণিত, ...আমি রসূলুল্লাহ্ ﷺ কে বলতে শুনেছি যে, আদাম (عليه السلام) এর সৃষ্টির পর থেকে ক্বিয়ামাত পর্যন্ত সময়ের মধ্যে দাজ্জালের চেয়ে মারাত্মক আর কিছু সৃষ্টি হবে না।" **-মুসলিম,** অধ্যায় ঃ ৫২, বিভিন্ন ফিতনাহ্ ও কিয়ামাতের লক্ষণ সমূহ, অনুচ্ছেদ ঃ ২৫, দাজ্জাল বিষয়ে অবশিষ্ট হাদিস, হাদিস # ১২৬/২৯৪৬।

(খ) প্রত্যেক নাবী তাঁর উম্মাতদেরকে দাজ্জাল সম্পর্কে সতর্ক করেছেন

ইবনে ওমার ﷺ বর্ণনা করেছেন যে,

قَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِى النَّاسِ فَاَثْنَا عَلَى اللّٰهِ بِمَا هُوَ اَهْلُهُ. ثُمَّ ذَكَرَ

الدَّجَّالَ فَقَالَ اِنِّىْ لَاُنْذِرُكُمُوْهُ وَمَا مِنْ نَّبِيٍّ اِلَّا وَقَدْ اَنْذَرَ قَوْمَهُ...

"একদা রসূলুল্লাহ ﷺ লোকদের মাঝে দাঁড়ালেন। প্রথমে তিনি মহান আল্লাহ্ তায়ালার যথাযথ প্রশংসা করলেন। অতঃপর দাজ্জাল সম্পর্কে উল্লেখ করলেন। আর বললেন, আমি তোমাদেরকে দাজ্জাল সম্পর্কে সতর্ক করে দিচ্ছি। **প্রত্যেক নাবী তাঁর সম্প্রদায়কে দাজ্জাল সম্পর্কে সতর্ক করেছেন..."** **-বুখারী,** অধ্যায় ঃ ৫৬, জিহাদ ও যুদ্ধকালীন আচার ব্যবহার, অনুচ্ছেদ ঃ ১৭৮, শিশুদের কাছে যেভাবে ইসলাম তুলে ধরতে হবে, হাদিস # ৩০৫৭, অধ্যায় ঃ ৬০, নাবীগণের হাদিসসমূহ, অনুচ্ছেদ ঃ ৩, মহান আল্লাহ্'র বানী, আর আমি নূহকে তার জাতির নিকট প্রেরণ করেছিলাম -সূরা হুদ (১১), ২৫, হাদিস # ৩৩৩৭, অধ্যায় ঃ ৬৪, কিতাবুল মাগাযী, অনুচ্ছেদ ঃ ৭৮, বিদায়ী হাজ্ব, হাদিস # ৪৪০২, অধ্যায় ঃ ৭৮, আচার-ব্যবহার, অনুচ্ছেদ ঃ ৯৭, কোন লোক অন্যলোককে দূর হও বলা, হাদিস # ৬১৭৫, অধ্যায় ঃ ৯২, ফিতনাহ্, অনুচ্ছেদ ঃ ২৬, দাজ্জাল সম্পর্কিত আলোচনা, হাদিস # ৭১২৭, **মুসলিম,** অধ্যায় ঃ ৫২, বিভিন্ন ফিতনাহ ও ক্বিয়ামাতের লক্ষণসমূহ, অনুচ্ছেদ ঃ ২০, দাজ্জালের বর্ণনা, তার পরিচয় এবং তার সাথে যা থাকবে, হাদিস # ১০১/২৯৩৩, **তিরমিযী,** সহীহ, অধ্যায় ঃ ৩১, কিতাবুল ফিতনাহ্, অনুচ্ছেদ ঃ ৫৬, দাজ্জালের আবির্ভাবের লক্ষণ, হাদসি # ২২৩৫, অনুচ্ছেদ ঃ ৬২, দাজ্জালকে ঈসা ইবনে মারইয়াম (আ.) হত্যা করবেন, হাদিস # ২২৪৫ (হাদিসটি তিরমিযীর বর্ণনা)।

(গ) দাজ্জালের সময় মানুষ ভয়ে পাহাড়ে আশ্রয় গ্রহণ করবে

উম্মু শারিক (رضي الله عنها) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

اَنَّهَا سَمِعَتِ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ لَيَفِرَّنَّ النَّاسُ مِنَ الدَّجَّالِ فِى الْجِبَالِ...

"আমি নাবী ﷺ কে বলতে শুনেছি যে, মানুষেরা দাজ্জালের ভয়ে পাহাড়ে পালিয়ে যাবে..." **-মুসলিম,** অধ্যায় ঃ ৫২, বিভিন্ন ফিতনাহ্ ও ক্বিয়ামাতের লক্ষণ সমূহ, অনুচ্ছেদ ঃ ২৫, দাজ্জাল বিষয়ে অবশিষ্ট হাদিস # ১২৫/২৯৪৫।

(ঘ) রসূলুল্লাহ্ ﷺ সকল ঈমানদারগণকে দাজ্জালের ফিতনাহ থেকে আশ্রয় চাইতে বলেছেন

আবু হুরাইরাহ্ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত,

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا فَرَغَ اَحَدُكُمْ مِّنَ التَّشَهُّدِ الْاٰخِرِ فَلْيَتَعَوَّذْ بِاللّٰهِ مِنْ اَرْبَعٍ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ، وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ وَمِنْ شَرِّ مَسِيْحِ الدَّجَّالِ.

"রসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, তোমাদের কেউ যখন স্বলাতের শেষ বৈঠকে তাশাহুদ পাঠ শেষ করবে সে যেন আল্লাহ্'র নিকট ৪টি বস্তু হতে আশ্রয় প্রার্থনা করে-(১) জাহান্নামের আযাব হতে, (২) ক্ববরের আযাব হতে, (৩) জীবন ও মৃত্যুর ফিতনাহ্ হতে, **(৪) মাসীহ্ দাজ্জালের অনিষ্ট হতে।"** **-মুসলিম,** অধ্যায় ঃ ৫, মাসজিদ ও স্বলাতের স্থানসমূহ, অনুচ্ছেদ ঃ ২৫, স্বলাতে মধ্যে যে সকল বিষয়ে আশ্রয় প্রার্থনা করা হয়, হাদিস # ১২৮,১৩০/৫৮৮, ১৩৪/৫৯০, **নাসাঈ,** স্বহীহ, অধ্যায় ঃ ১৩, স্বহু, অনুচ্ছেদ ঃ ৬৪, অন্য এক প্রকার, হাদিস # ১৩০৯, **আবু দাউদ,** স্বহীহ, অধ্যায় ঃ ২, কিতাবুস স্বলাহ্, অনুচ্ছেদ ঃ ১৮৪, তাশাহুদের পর কি পাঠ করবে? হাদিস # ৯৮৩, **ইবনু মাজাহ্,** স্বহীহ, অধ্যায় ঃ ৩, আযান ও তার সুন্নাতসমূহ, অনুচ্ছেদ ঃ ২৬, স্বলাতে তাশাহুদে নাবী ﷺ থেকে বর্ণিত, যা বলতে হবে, হাদিস # ৯০৯ (হাদিসটি আবু দাউদের বর্ণনা)।

(ঙ) রসূলুল্লাহ্ ﷺ দাজ্জালের ফিতনাহ্ থেকে আল্লাহ'র কাছে আশ্রয় চেয়েছেন

আইশাহ্ رضي الله عنها হতে বর্ণিত,

قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَسْتَعِيْذُ فِيْ صَلَاتِهٖ مِنْ فِتْنَةِ الدَّجَّالِ.

"তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ্ ﷺ কে স্বলাতের ভিতরে দাজ্জালের ফিতনাহ্ হতে আশ্রয় চাইতে শুনেছি।" -**বুখারী,** অধ্যায় ঃ ১১, কিতাবুল আযান, অনুচ্ছেদ ঃ ১৪৯, সালামের পূর্বে যে দু'আ, হাদিস # ৮৩২, অধ্যায় ঃ ৪৩, ঋণগ্রহণ, ঋণ পরিশোধ নিষেধাজ্ঞা আরোপ ও দেউলিয়া ঘোষণা, অনুচ্ছেদ ঃ ১০, ঋণ থেকে আশ্রয় চাওয়া, হাদিস # ২৩৯৭. অধ্যায় ঃ ৮০, কিতাবুদ দু'আ, অনুচ্ছেদ ঃ ৪৪, বার্ধক্যের আতিসাজ্জে এবং দুনিয়ার ফিতনাহ্ আর জাহান্নামের আগুন থেকে আশ্রয় প্রার্থনা, হাদিস # ৬৩৭৫, অনুচ্ছেদ ঃ ৪৫, প্রাচুর্যের ফিতনাহ্ থেকে আশ্রয় প্রার্থনা, হাদিস ৬৩৭৬, অনুচ্ছেদ ঃ ৪৬, দারিদ্রের সংকট হতে আশ্রয় প্রার্থনা, হাদিস # ৬৩৭৭, অধ্যায় ঃ ৯২, কিতাবুল ফিতনাহ্, অনুচ্ছেদ ঃ ২৬, দাজ্জাল সম্পর্কিত আলোচনা, হাদিস # ৭১২৯, **মুসলিম,** অধ্যায় ঃ ৫, মাসজিদ ও স্বলাতের স্থান সমূহ, অনুচ্ছেদ ঃ ২৫, স্বলাতের মধ্যে যে সকল বিষয়ে আশ্রয় প্রার্থনা করা হয়, হাদিস # ১২৭/৫৮৭, ১২৯/৫৮৯, ১৩১/৫৮৮, অধ্যায় ঃ ৪৯, যিকর, দু'আ, তাওবাহ্ ও ক্ষমা প্রার্থনা, অনুচ্ছেদ ঃ ১৪, ফিতনাহ্ ইত্যাদি অকল্যাণ থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করা, হাদিস # ৬৭৬৪, **আবু দাউদ, স্বহীহ,** অধ্যায় ঃ ২, কিতাবুস্ স্বলাহ্, অনুচ্ছেদ ঃ ১৮৪, তাশাহুদের পর কি পাঠ করবে, হাদিস # ৯৮৪, অনুচ্ছেদ ঃ ৩৬৭, আশ্রয় প্রার্থনা করা, হাদিস # ১৫৪২, **তিরমিযী, স্বহীহ,** অধ্যায় ঃ ৪৫, কিতাবুদ দু'আ, অনুচ্ছেদ ঃ ৭১, হাদিস # ৩৪৮৫ (হাদিসটি বুখারীর বর্ণনা)।

এই হাদিসটি থেকে বুঝা যায় যে, দাজ্জাল এত ভয়ংকর যে, তার ফিতনাহ্ থেকে স্বয়ং রসূলুল্লাহ্ ﷺ ও আল্লাহ্'র কাছে আশ্রয় চেয়েছিলেন।

দাজ্জাল রসূলুল্লাহ্ ﷺ এর যুগ থেকেই পৃথিবীতে ছিল তবে সে বন্দী রয়েছে

ফাতিমা বিনতু, কাইস رضي الله عنها হতে বর্ণিত আছে,

اَنَّ نَبِيَّ اللهِ ﷺ صَعِدَ الْمِنْبَرَ فَضَحِكَ فَقَالَ اِنَّ تَمِيْمًا الدَّارِيَّ حَدَّثَنِيْ بِحَدِيْثٍ فَفَرِحْتُ بِهٖ فَاَحْبَبْتُ اَنْ اُحَدِّثَكُمْ حَدَّثَنِيْ اَنَّ نَاسًا مِنْ اَهْلِ فِلَسْطِيْنَ رَكِبُوْا سَفِيْنَةً فِيْ الْبَحْرِ فَجَالَتْ بِهِمْ حَتّٰى قَذَفَتْهُمْ فِيْ جَزِيْرَةٍ مِنْ جَزَائِرِ الْبَحْرِ فَاِذَا هُمْ بِدَابَّةٍ لَبَّاسَةٍ نَاشِرَةٍ شَعْرُهَا فَقَالُوْا مَا اَنْتِ؟ قَالَتْ اَنَا الْجَسَّاسَةُ قَالُوْا فَاَخْبِرِيْنَا قَلَتْ لَا اُخْبِرُكُمْ وَلَا اَسْتَخْبِرُكُمْ وَلٰكِنِ ائْتُوْا اَقْصَى الْقَرْيَةِ فَاِنَّ ثَمَّ مَنْ يُخْبِرُكُمْ وَيَسْتَخْبِرُكُمْ فَاَتَيْنَا اَقْصَى الْقَرْيَةِ فَاِذَا رَجُلٌ مُوْثَقٌ بِسِلْسِلَةٍ فَقَالَ اَخْبِرُوْنِيْ عَنْ عَيْنِ زُغَرَ؟ قُلْنَا مَلَاٰى تَدْفُقُ قَالَ اَخْبِرُوْنِيْ عَنِ الْبُحَيْرَةِ؟ قُلْنَا مَلَاٰى تَدْفُقُ قَالَ اَخْبِرُوْنِيْ عَنْ نَخْلِ بَيْسَانَ الَّذِيْ بَيْنَ الْاُرْدُنِّ

وَفِلَسْطِيْنَ هَلْ اَطْعَمَ؟ قُلْنَا نَعَمْ قَالَ اَخْبِرُوْنِيْ عَنِ النَّبِيِّ هَلْ بُعِثَ؟ قُلْنَا نَعَمْ قَالَ اَخْبِرُوْنِيْ كَيْفَ النَّاسُ اِلَيْهِ؟ قُلْنَا سِرَاعٌ قَالَ فَنَزَى نَزْوَةً حَتّٰى كَادَ قُلْنَا فَمَا اَنْتَ؟ قَالَ اَنَا الدَّجَّالُ وَاِنَّهٗ يَدْخُلُ الْاَمْصَارَ كُلَّهَا اِلَّا طَيْبَةَ وَطَيْبَةُ الْمَدِيْنَةُ.

"রসূলুল্লাহ্ ﷺ কোন এক সময় মিম্বারে উঠে হাসতে-হাসতে বললেন ঃ আমাকে তামীম আদ-দারী একটি খবর শুনিয়েছে। আমি তাতে সন্তুষ্ট হয়েছি এবং আমি তোমাদেরকেও তা শুনাতে পছন্দ করি। কোন একদিন ফিলিস্তিনের কয়েকজন লোক নৌযানে চড়ে সমুদ্র বিহারে যাতায়াত করেছিল। হঠাৎ সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গে তারা দিকভ্রান্ত হয়ে পড়ে এবং এক অচেনা দ্বীপে এসে পড়ে। তারা সে জায়গাতে এক বিচিত্র ধরণের প্রাণীর সন্ধান পায়, যার চুলগুলো ছিল চারদিকে ছড়ানো। তারা প্রশ্ন করল, তুমি কে? সে উত্তর দিল, আমি জাস্সাসা (অনুসন্ধানকারী)। তারা বলল, তুমি আমাদেরকে কিছু অনুসন্ধান দাও। সে বলল, আমি তোমাদেরকে কিছু বলবও না এবং তোমাদের নিকট কিছু জানতেও চাইব না, বরং তোমরা এ জনপদের শেষ সীমানায় যাও। সে স্থানে এমন একজন লোক আছে সে তোমাদেরকে কিছু বলবে এবং তোমাদের নিকট কিছু জানার ইচ্ছা করবে। তারপর আমরা গ্রামের শেষ সীমানায় পৌঁছে দেখতে পেলাম একটি লোক শিকলে বাঁধা আছে। সে আমাদের বলল, তোমরা (সিরিয়ার) 'যুগার' নামক স্থানের ঝর্ণার খবর বল। আমরা বললাম, তা পানিপূর্ণ এবং এখনো সবেগে পানি প্রবাহিত হচ্ছে। সে বলল, 'বুহাইরা' (তাবারিয়া উপসাগর)-এর কি সংবাদ, তা আমাকে বল। আমরা বললাম, তাও পানিপূর্ণ এবং তা হতে সবেগে পানি প্রবাহিত হচ্ছে। সে আবার বলল, জর্দান ও ফিলিস্তিনের মধ্যবর্তী জায়গায় অবস্থিত 'বাইসান' নামক খেঁজুর বাগানের খবর বল। তাতে কি ফল উৎপন্ন হয়? আমরা বললাম, হ্যাঁ। সে আবার প্রশ্ন করল, নাবী প্রসঙ্গে বল, তিনি কি প্রেরিত হয়েছেন? আমরা বললাম, হ্যাঁ। সে বলল, তাঁর নিকট জনগণ ভিড়ছে কেমন? আমরা বললাম, খুবই দ্রুত। বর্ণনাকারী বলেন, একথা শুনে সে এমন এক লাফ দিল যে, শেকল প্রায় ছিন্ন করে ফেলেছিল। আমরা তাকে প্রশ্ন করলাম, তুমি কে? সে বলল, আমি দাজ্জাল। সে 'তাইবা' ব্যতীত সমস্ত শহরেই প্রবেশ করবে। 'তাইবা' হলো মাদীনা।" -**মুসলিম,** অধ্যায় ঃ ৫৪, বিভিন্ন ফিতনাহ্ ও ক্বিয়ামাতের লক্ষণসমূহ, অনুচ্ছেদ ঃ ২৪, জাস্সাসাহ্'র ঘটনা, হাদিস # ১১৯/২৯৪২, **আবু দাউদ,** স্বহীহ্, অধ্যায় ঃ ৩২, যুদ্ধ-সংঘর্ষ, অনুচ্ছেদ ঃ ১৫, জাস্সাসাহ্'র খবর, হাদিস # ৪৩২৬, **তিরমিযী,** স্বহীহ, অধ্যায় ঃ ৩১, কিতাবুল ফিতনাহ্, অনুচ্ছেদ ঃ ৬৬, হাদিস # ২২৫৩ (হাদিসটি তিরমিযীর বর্ণনা)।

দাজ্জাল যেখান থেকে বের হবে

(ক) দাজ্জাল ইরাক ও শাম (সিরিয়ার) মধ্যবর্তী অঞ্চল হতে আবির্ভূত হবে

আন-নাওআস্ (রাঃ) হতে বর্ণিত...

...اِنَّهُ خَارِجُ خَلَّةً بَيْنَ الشَّامِ وَالْعِرَاقِ ...

"(রসূলুল্লাহ্ ﷺ) বলেছেন, সে (দাজ্জাল) **ইরাক ও শাম (সিরিয়ার) মধ্যবর্তী অঞ্চল হতে আবির্ভূত হবে...**" **-মুসলিম,** অধ্যায় ঃ ৫২, বিভিন্ন ফিতনাহ্ ও ক্বিয়ামাতের লক্ষণ সমূহ, অনুচ্ছেদ ঃ ২০, দাজ্জাল এবং তার বর্ণনা, তার পরিচয় এবং তার সাথে যা থাকবে, হাদিস # ১১০/২৯৩৭, **তিরমিযী,** স্বহীহ, অধ্যায় ঃ ৩১, কলহ ও বিপর্যয়, অনুচ্ছেদ ঃ ৫৯, হাদিস # ২২৪০, **ইবনু মাজাহ্,** স্বহীহ, অধ্যায় ঃ ৩৬, কিতাবুল ফিতনাহ্, অনুচ্ছেদ ঃ ৩৩, দাজ্জালের ফিতনাহ্ এবং ঈসা ইবনু মারইয়াম ও ইয়া'জুজ-মা'জুজ বের হওয়া, হাদিস # ৪০৭৫ (হাদিসটি মুসলিমের বর্ণনা)।

(খ) দাজ্জাল প্রাচ্যের একটি দেশ থেকে বের হবে যে দেশকে বলা হয় খোরাসান

আবু বাকার (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

رَسُوْلُ اللهِ ﷺ قَالَ الدَّجَّالُ يَخْرُجُ مِنْ اَرْضٍ بِالْمَشْرِقِ يُقَالُ لَهَا خُرَاسَانُ...

"রসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদের বলেছেন, প্রাচ্যের খোরাসান হতে দাজ্জালের আবির্ভাব ঘটবে..." **-তিরমিযী,** স্বহীহ, অধ্যায়, ঃ ৩১, কিতাবুল ফিতনাহ্, অনুচ্ছেদ ঃ ৫৭, কোন স্থানে দাজ্জালের আগমন ঘটবে? হাদিস # ২২৩৭, **ইবনু মাজাহ্,** স্বহীহ, অধ্যায় ঃ ৩৬, কিতাবুল ফিতনাহ্, অনুচ্ছেদ ঃ ৩৩, দাজ্জালের ফিতনাহ্ এবং ঈসা ইবনু মারইয়াম ও ইয়া'জুজ-মা'জুজ বের হওয়া, হাদিস # ৪০৭২ (হাদিসটি তিরমিযীর বর্ণনা)।

দাজ্জাল দেখতে যেমন হবে

(ক) দাজ্জালের দেহ খুব মোটা, গায়ের রং লাল বর্ণ, চুলগুলি কুঁকড়ানো, ডান চোখ কানা এবং কানা চোখটি যেন ভেসে উঠা আঙ্গুরের মত হবে।

আব্দুল্লাহ্ ইবনে ওমার (রাঃ) হতে বর্ণিত,

اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ بَيْنَ اَنَا نَائِمٌ... فَإِذَا رَجُلٌ جَسِيْمٌ اَحْمَرُ جَعْدُ الرَّأْسِ اَعْوَرُ الْعَيْنِ كَاَنَّ عَيْنَهُ عِنَبَةٌ طَافِيَةٌ قَالُوْا هَذَا الدَّجَّالُ...

"তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, আমি একবার স্বপ্নে দেখলাম... এসময় একজন লাল রংয়ের মোটা-সোটা কুঁকড়ানো চুলওয়ালা, ডান চোখ কানা ব্যক্তিটিকে দেখলাম তার (কানা) চোখটি যেন ভাসমান আঙ্গুর। আমি জিজ্ঞেস করলাম, এই ব্যক্তি কে? তারা বলল, এই হচ্ছে দাজ্জাল..." **-বুখারী,** অধ্যায় ঃ ৯১, স্বপ্নের ব্যাখ্যা করা, অনুচ্ছেদ ঃ ৩৩, স্বপ্নে কা'বাগৃহ তাওয়াফ করা, হাদিস # ৭০২৬, অধ্যায় ঃ ৯২, ফিৎনাহ্, অনুচ্ছেদ ঃ ২৬, দাজ্জাল সম্পর্কিত আলোচনা, হাদিস # ৭১২৮।

(খ) দাজ্জালের কপালে "কাফ (ک) ফা (ف) র (ر)" অর্থাৎ কাফির লেখা থাকবে

আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত,

اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ الدَّجَّالُ مَكْتُوْبٌ بَيْنَ عَيْنَيْهِ ك . ف . ر اَىْ كَافِرٌ.

"নিশ্চয়ই নাবী ﷺ বলেছেন, দাজ্জালের দুই চোখের মাঝখানে কাফ (ک) . ফা (ف) . র (ر) অর্থাৎ কপালে 'কাফির' শব্দটি লেখা থাকবে।" **-বুখারী,** অধ্যায় ঃ ৯২, ফিৎনাহ্, অনুচ্ছেদ ঃ ২৬, দাজ্জাল সম্পর্কিত আলোচনা, হাদিস # ৭১৩১, অধ্যায় ঃ ৯৭, কিতাবুত তাওহীদ, অনুচ্ছেদ ঃ ১৭, আল্লাহ্'র বাণী ঃ "যাতে তুমি আমার তত্ত্বাবধানে প্রতিপালিত হও" -সূরা ত্বাহা (২০), ৩৯, আল্লাহ্'র বাণী ঃ "যা চলত আমার সরাসরি তত্ত্বাবধানে" -সূরা ক্বমার (৫৪), ১৪, হাদিস # ৭৪০৮, **মুসলিম,** অধ্যায় ঃ ৫২, বিভিন্ন ফিৎনাহ্ ও ক্বিয়ামাতের লক্ষণসমূহ, অনুচ্ছেদ ঃ ২০, দাজ্জালের বর্ণনা তার পরিচয় এবং তার সাথে যা থাকবে, হাদিস # ১০১,১০২,১০৩/২৯৩৩, **আবু দাউদ,** স্বহীহ্, অধ্যায় ঃ ৩২, যুদ্ধ-সংঘর্ষ, অনুচ্ছেদ ঃ ১৩, ফোরাতের খনিজ সম্পদ উন্মুক্ত হওয়া সম্পর্কে, হাদিস # ৪৩১৬, **তিরমিযী,** স্বহীহ, অধ্যায় ঃ ৩১, কিতাবুল ফিতনাহ্, অনুচ্ছেদ ঃ ৬২, দাজ্জালকে ঈসা ইবনু মারইয়াম (আ.) হত্যা করবেন, হাদিস # ২২৪৫ (হাদিসটি মুসলিমের বর্ণনা)।

(গ) দাজ্জাল একজন যুবক হবে

আন-নাওয়াস ইবনুস সাম'আন (রাঃ) হতে বর্ণিত,

...اِنَّهُ شَابٌّ...

"...(তিনি ﷺ বলেছেন) নিশ্চয়ই সে (দাজ্জাল) একজন যুবক হবে..." **-মুসলিম,** অধ্যায় ঃ ৫২, বিভিন্ন ফিতনাহ্ ও ক্বিয়ামাতের লক্ষণসমূহ, অনুচ্ছেদ ঃ ২০, দাজ্জালের বর্ণনা, তার পরিচয় এবং তার সাথে যা থাকবে, হাদিস # ১১০/২৯৩৭, **তিরমিযী,** স্বহীহ, অধ্যায় ঃ ৩১, কলহ ও বিপর্যয়, অনুচ্ছেদ ঃ ৫৯, হাদিস # ২২৪০, **ইবনু মাজাহ্,** স্বহীহ, অধ্যায় ঃ ৩৫, কিতাবুল ফিতনাহ্, অনুচ্ছেদ ঃ ৩৩, দাজ্জালের ফিতনাহ্, ঈসা ইবনু মারইয়াম, ইয়াজুজ ও মাজুজ বের হওয়া, হাদিস # ৪০৭৫, (হাদিসটি মুসলিমের বর্ণনা)।

দাজ্জালের যেমন ক্ষমতা থাকবে

(ক) দাজ্জালের চলার গতি তীব্র বায়ুতাড়িত মেঘের ন্যায় হবে

আন-নাওয়াস ইবনুস সাম'আন (রাঃ) হতে বর্ণিত,

...يَارَسُوْلَ اللهِ وَمَا اِسْرَعُهُ فِى الْاَرْضِ ؟ قَالَ كَالْغَيْثِ اسْتَدْبَرَتْهُ الرِّيْحُ...

"...আমরা আবার (রসূলুল্লাহ্ ﷺ কে) প্রশ্ন করলাম, দুনিয়াতে তার (দাজ্জালের) চলার গতি কত দ্রুত হবে? তিনি ﷺ বললেন, তার (দাজ্জালের) চলার গতি বায়ুতাড়িত মেঘের ন্যায় হবে।" **-মুসলিম,** অধ্যায় ঃ ৫২, বিভিন্ন ফিতনাহ্ ও ক্বিয়ামাতের লক্ষণসমূহ, অনুচ্ছেদ ঃ ২০, দাজ্জালের বর্ণনা, তার পরিচয় এবং তার সাথে যা থাকবে, হাদিস # ১১০/২৯৩৭, **আবু দাউদ,** স্বহীহ, অধ্যায় ঃ ৩২, যুদ্ধ-সংঘর্ষ, অনুচ্ছেদ ঃ ১৩, ফোরাতের খনিজ সম্পদ উন্মুক্ত হওয়া সম্পর্কে, হাদিস # ৪৩২১, **তিরমিযী,** স্বহীহ, অধ্যায় ঃ ৩১, কলহ ও বিপর্যয়, অনুচ্ছেদ ঃ ৫৯, হাদিস # ২২৪০, **ইবনু মাজাহ্,** স্বহীহ, অধ্যায় ঃ ৩৫, কিতাবুল ফিতনাহ্, অনুচ্ছেদ ঃ ৩৩, দাজ্জালের ফিতনাহ্, ঈসা ইবনু মারইয়াম, ইয়াজুজ ও মাজুজ বের হওয়া, হাদিস # ৪০৭৫, (হাদিসটি মুসলিমের বর্ণনা)।

(খ) দাজ্জালের আদেশে বৃষ্টি হবে এবং জমিন থেকে ফসল হবে

আন-নাওয়াস (রাঃ) হতে বর্ণিত,

...فَيَأْمُرُ السَّمَاءَ فَتُمْطِرُ وَالأَرْضَ فَتُنْبِتُ فَتَرُوحُ عَلَيْهِمْ سَارِحَتُهُمْ أَطْوَلَ مَا كَانَتْ ذُرًا وَأَسْبَغَهُ ضُرُوعًا وَأَمَدَّهُ خَوَاصِرَ...

"...(রসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন) সে (দাজ্জাল) তখন আকাশকে বৃষ্টি বর্ষণের জন্য আদেশ করবে এবং সে অনুযায়ী আকাশ বৃষ্টি বর্ষণ করবে তারপর সে জমিনকে ফসল উৎপন্নের জন্য নির্দেশ দিবে এবং সে অনুযায়ী জমিন ফসল উৎপন্ন করবে। তারপর বিকেলে তাদের পশুগুলো পূর্বের চেয়ে উঁচু কুঁজ বিশিষ্ট, মাংসবহুল নিতম্ব বিশিষ্ট ও দুগ্ধপুষ্ট স্তন বিশিষ্ট হবে। তারপর সে নিম্ন ভূমিতে গিয়ে বলবে, তোমার ভিতরের খনিজ ভাণ্ডার বের করে দাও। তারপর সেখান হতে ফিরে আসার সময় সেখানকার ধন-ভাণ্ডার তার অনুসরণ করবে। যেভাবে মৌমাছিরা রাণী মৌমাছির অনুসরণ করে।" **-মুসলিম,** অধ্যায় ঃ ৫২, বিভিন্ন ফিতনাহ্ ও ক্বিয়ামাতের লক্ষণসমূহ, অনুচ্ছেদ ঃ ২০, দাজ্জালের বর্ণনা, তার পরিচয় এবং তার সাথে যা থাকবে, হাদিস # ১১০/২৯৩৭, **আবু দাউদ,** স্বহীহ, অধ্যায় ঃ ৩২, যুদ্ধ-সংঘর্ষ, অনুচ্ছেদ ঃ ১৩, ফোরাতের খনিজ সম্পদ উন্মুক্ত হওয়া সম্পর্কে, হাদিস # ৪৩২১, **তিরমিযী,** স্বহীহ, অধ্যায় ঃ ৩১, কলহ ও বিপর্যয়, অনুচ্ছেদ ঃ ৫৯, হাদিস # ২২৪০, **ইবনু মাজাহ্,** স্বহীহ, অধ্যায় ঃ ৩৫, কিতাবুল ফিতনাহ্, অনুচ্ছেদ ঃ ৩৩, দাজ্জালের ফিতনাহ্, ঈসা ইবনু মারইয়াম, ইয়াজুজ ও মাজুজ বের হওয়া, হাদিস # ৪০৭৫, (হাদিসটি মুসলিমের বর্ণনা)।

(গ) দাজ্জালের সাথে পানি এবং আগুন থাকবে। মূলতঃ তার আগুন হবে পানি আর পানি হবে আগুন

হুযাইফা (রাঃ) নাবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেন,

قَالَ فِي الدَّجَّالِ إِنَّ مَعَهُ مَاءً وَنَارًا فَنَارُهُ مَاءٌ بَارِدٌ وَمَاؤُهُ نَارٌ قَالَ أَبُو مَسْعُودٍ أَنَا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ.

"তিনি দাজ্জাল সম্পর্কে বলেছেন, তার সঙ্গে পানি ও আগুন থাকবে। আসলে তার আগুন-ই হবে শীতল পানি আর পানি হবে আগুন। আবু মাসউদ (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, আমিও এই হাদিসটি রসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে শুনেছি।" **-বুখারী,** অধ্যায় ঃ ৬০, নাবীগণের হাদিসসমূহ, অনুচ্ছেদ ঃ ৫০, বানী ঈসরাইল সম্পর্কে যা বর্ণিত হয়েছে, হাদিস # ৩৪৫০, অধ্যায় ঃ ৯২, ফিতনাহ্, অনুচ্ছেদ ঃ ২৬, দাজ্জাল সম্পর্কিত আলোচনা, হাদিস # ৭১৩০, **মুসলিম,** অধ্যায় ঃ ৫৪, বিভিন্ন ফিতনাহ্ ও ক্বিয়ামাতের লক্ষণসমূহ, অনুচ্ছেদ ঃ ২০, দাজ্জালের বর্ণনা, তার পরিচয় এবং তার সাথে যা থাকবে, হাদিস # ১০৭,১০৮/২৯৩৪, ১০৯/২৯৩৬, ১১০,১১১/২১৩৭, ৭২৫৭ (হাদিসটি বুখারীর বর্ণনা)।

(ঘ) দাজ্জালের সাথে জান্নাত এবং জাহান্নামের মত কিছু থাকবে। যেটিকে সে জান্নাত বলবে তা মূলত জাহান্নাম

আবু হুরাইরাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন,

...إِنَّهُ يَجِيءُ مَعَهُ بِمِثَالِ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ فَالَّتِي يَقُولُ إِنَّهَا الْجَنَّةُ هِيَ النَّارُ...

"নাবী ﷺ বলেছেন... সে (দাজ্জাল) সাথে করে জান্নাত এবং জাহান্নামের মত করে কিছু নিয়ে আসবে। অতএব, সে (দাজ্জাল) যেটিকে বলবে যে, এটি জান্নাত প্রকৃতপক্ষে সেটি হবে জাহান্নাম...।" **-বুখারী,** অধ্যায় ঃ ৬০ নাবীগণের হাদিসসমূহ, অনুচ্ছেদ ঃ ৩, মহান আল্লাহ্'র বাণী ঃ "আর আমি নূহকে তার জাতির নিকট প্রেরণ করেছিলাম" -সূরা হুদ (১১), ২৫, হাদিস # ৩৩৩৮, **মুসলিম,** অধ্যায় ঃ ৫৪, বিভিন্ন ফিতনাহ্ ও ক্বিয়ামাতের লক্ষণসমূহ, অনুচ্ছেদ ঃ ২০, দাজ্জালের বর্ণনা, তার পরিচয় এবং তার সাথে যা থাকবে, হাদিস # ১১০,১১১/২১৩৭ (হাদিসটি বুখারীর বর্ণনা)।

(ঙ) দাজ্জালের সাথে রুটি, গোশতের পর্বত ও পানির নদী থাকবে

মুগীরা ইবনু শু'বা (রাঃ) হতে বর্ণিত,

مَا سَأَلَ أَحَدٌ النَّبِيَّ ﷺ عَنِ الدَّجَّالِ أَكْثَرَ مِمَّا سَأَلْتُ قَالَ وَمَا يُنْصِبُكَ مِنْهُ؟ إِنَّهُ لَا يَضُرُّكَ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّ مَعَهُ الطَّعَامَ وَالأَنْهَارَ قَالَ هُوَ أَهْوَنُ عَلَى اللهِ مِنْ ذَلِكَ.

"তিনি বলেন, আমি নাবী ﷺ কে দাজ্জালের ব্যাপারে যত বেশী প্রশ্ন করতাম তত বেশী প্রশ্ন আর কেউ করেননি। তিনি ﷺ আমাকে বললেন, তার (দাজ্জাল) সম্পর্কে তোমার কি প্রশ্ন আছে? আমি বললাম, লোকেরা বলেন যে, তার (দাজ্জাল) সঙ্গে রুটি, গোশতের পর্বত ও পানির নদী থাকবে। তিনি ﷺ বললেন, (হ্যাঁ; তবে) আল্লাহ্'র নিকট তা খুব সহজ।" **-বুখারী,** অধ্যায় ঃ ৯২, ফিতনাহ্, অনুচ্ছেদ ঃ ২৬, দাজ্জাল সম্পর্কিত আলোচনা, হাদিস # ৭১২২, **মুসলিম,** অধ্যায় ঃ ৫৪, বিভিন্ন ফিতনাহ্ ও ক্বিয়ামাতের লক্ষণসমূহ, অনুচ্ছেদ ঃ ২২, দাজ্জালের (অলৌকিকত্ব) আল্লাহ্'র নিকট অধিক সহজ, হাদিস # ১১৪,১১৫/২৯৩৯ (হাদিসটি মুসলিমের বর্ণনা)।

(চ) দাজ্জাল মাক্কাহ্ ও মাদিনা ছাড়া পৃথিবীর সকল শহরে যাবে

আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত,

لَيْسَ مِنْ بَلَدٍ إِلَّا سَيَطَؤُهُ الدَّجَّالُ إِلَّا مَكَّةَ وَالْمَدِينَةَ...

"রসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, মাক্কাহ্ ও মাদিনা ছাড়া পৃথিবীর সকল শহরেই দাজ্জাল প্রবেশ করবে..." **-বুখারী,** অধ্যায় ঃ ২৯, মাদিনার ফাযিলাত, অনুচ্ছেদ ঃ ৯, দাজ্জাল মাদিনায় প্রবেশ করতে পারবে না, হাদিস # ১৮৮১, **মুসলিম,** অধ্যায় ঃ ৫৪, বিভিন্ন ফিতনাহ্ ও ক্বিয়ামাতের লক্ষণসমূহ, অনুচ্ছেদ ঃ ২৪, জাস্সাসা জন্তুর ঘটনা, হাদিস # ১২৩/২৯৪৩ (হাদিসটি বুখারীর বর্ণনা)।

(ছ) দাজ্জাল মানুষ হত্যা করে আবার জীবিত করতে পারবে

আন-নাওয়াস বিন সাম'আন (রাঃ) হতে বর্ণিত,

...يَدْعُو رَجُلًا مُمْتَلِئًا شَبَابًا فَيَضْرِبُهُ بِالسَّيْفِ فَيَقْطَعُهُ جَزْلَتَيْنِ رَمْيَةَ الْغَرَضِ ثُمَّ يَدْعُوهُ فَيُقْبِلُ وَيَتَهَلَّلُ وَجْهُهُ يَضْحَكُ...

“তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ একবার দাজ্জাল সম্পর্কে আলোচনা করেন, ...(দাজ্জাল) পূর্ণ এক যুবক লোককে ডেকে তাকে তরবারীর আঘাতে দ্বিখণ্ডিত করে তীর নিক্ষেপের মত নিক্ষেপ করবে। তারপর, তাকে ডাক দিবে আর সে উজ্জল সহাস্য বদনে (অর্থাৎ সুস্থ্য অবস্থায়) তার দিকে ফিরে আসবে...।” **-বুখারী,** অধ্যায় ঃ ২৯, মাদীনার ফাযীলাত, অনুচ্ছেদ ঃ ৯, দাজ্জাল মাদীনায় প্রবেশ করতে পারবে না, হাদিস # ১৮৮২, অধ্যায় ঃ ৯২, ফিতনাহ্, অনুচ্ছেদ ঃ ২৭, দাজ্জাল মাদীনায় প্রবেশ করবে না, হাদিস # ৭১৩২, **মুসলিম,** অধ্যায় ঃ ৫৪, বিভিন্ন ফিতনাহ্ ও ক্বিয়ামাতের লক্ষণসমূহ, অনুচ্ছেদ ঃ ২০, দাজ্জালের বর্ণনা, তার পরিচয় এবং তার সাথে যা থাকবে, হাদিস # ১১০/২৯৩৭, অনুচ্ছেদ ঃ ২১, দাজ্জালের পরিচিতি তার জন্য মাদিনা হারাম এবং কোন মু'মিনকে হত্যা ও জীবিতকরণ, হাদিস # ১১২,১১৩/২৯৩৮, **তিরমিযী,** স্বহীহ, অধ্যায় ঃ ৩১, কলহ ও বিপর্যয়, অনুচ্ছেদ ঃ ৫৯, দাজ্জালের ফিতনাহ্, হাদিস # ২২৪০ (হাদিসটি মুসলিমের বর্ণনা)।

দাজ্জাল আবির্ভূত হওয়ার পর পৃথিবীতে যতদিন থাকবে

আন-নাওয়াস বিন সাম'আন ﵁ হতে বর্ণিত

...قُلْنَا يَا رَسُوْلَ اللهِ وَمَا لَبْثُهُ فِي الْأَرْضِ؟ قَالَ أَرْبَعُوْنَ يَوْمًا يَوْمٌ كَسَنَةٍ وَيَوْمٌ كَشَهْرٍ وَيَوْمٌ كَجُمُعَةٍ وَسَائِرُ أَيَّامِهِ كَأَيَّامِكُمْ...

“...আমরা প্রশ্ন করলাম, হে আল্লাহ্'র রসূল ﷺ সে (দাজ্জাল) পৃথিবীতে কতদিন অবস্থান করবে? রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন, (দাজ্জাল) ৪০ দিন পর্যন্ত (পৃথিবীতে থাকবে) আর তার প্রথম দিন ১ বছরের সমান দীর্ঘ হবে, দ্বিতীয় দিন হবে ১ মাসের সমান, তৃতীয় দিনটি হবে ১ সপ্তাহের সমান এবং বাকী দিনগুলি প্রায় তোমাদের দিনগুলির সমপরিমাণ হবে...।” **-মুসলিম,** অধ্যায় ঃ ৫৪, বিভিন্ন ফিতনাহ্ ও ক্বিয়ামাতের লক্ষণসমূহ, অনুচ্ছেদ ঃ ২০, দাজ্জালের বর্ণনা, তার পরিচয় এবং তার সাথে যা থাকবে, হাদিস # ১১০/২৯৩৭, **আবু দাউদ,** স্বহীহ, অধ্যায় ঃ ৩২, যুদ্ধ-সংঘর্ষ, অনুচ্ছেদ ঃ ১৩, ফোরাতের খনিজ সম্পদ উন্মুক্ত হওয়া সম্পর্কে, হাদিস # ৪৩২১, **তিরমিযী,** স্বহীহ, অধ্যায় ঃ ৩১, কলহ ও বিপর্যয়, অনুচ্ছেদ ঃ ৫৯, হাদিস # ২২৪০, **ইবনু মাজাহ্,** স্বহীহ, অধ্যায় ঃ ৩৫, কিতাবুল ফিতনাহ্, অনুচ্ছেদ ঃ ৩৩, দাজ্জালের ফিতনাহ্, ঈসা ইবনু মারইয়াম, ইয়াজুজ ও মাজুজ বের হওয়া, হাদিস # ৪০৭৫, (হাদিসটি মুসলিমের বর্ণনা)।

আস্‌বাহান এলাকার ৭০ হাজার ইয়াহুদি দাজ্জালের অনুসারী হবে এবং তাদের কাঁধে তাইলেসী (কাল) চাদর থাকবে

আনাস বিন মালিক ﵁ থেকে বর্ণিত,

اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ يَتْبَعُ الدَّجَّالَ مِنْ يَهُوْدِ اَصْبَهَانَ سَبْعُوْنَ اَلْفًا عَلَيْهِمُ الطَّيَالِسَةُ.

“নিশ্চয়ই রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, আস্‌বাহান (এলাকার) ৭০ হাজার ইয়াহুদি দাজ্জালের অনুসরণ করবে। তাদের কাঁধে থাকবে তাইলেসী (কাল) চাদর। **-মুসলিম,** অধ্যায় ঃ ৫৪, বিভিন্ন ফিতনাহ্ ও ক্বিয়ামাতের লক্ষণসমূহ, অনুচ্ছেদ ঃ ২৫, দাজ্জাল বিষয়ে অবশিষ্ট হাদিস, হাদিস # ১২৪/২৯৪৪।

দাজ্জাল পৃথিবীতে আবির্ভূত হওয়ার সময়কালে মাক্কাহ্ ও মাদীনার অবস্থা

(ক) দাজ্জাল মাক্কাহ্ ও মাদীনায় প্রবেশ করতে পারবে না কারণ মাক্কাহ্ ও মাদীনার প্রবেশ পথেই মালাইকাহ্গণ (ফেরেশতা) পাহারায় নিযুক্ত থাকবেন

আনাস ইবনু মালিক ﵁ হতে বর্ণিত,

لَيْسَ مِنْ بَلَدٍ اِلَّا سَيَطَؤُهُ الدَّجَّالُ اِلَّا مَكَّةَ وَالْمَدِيْنَةَ لَيْسَ لَهُ مِنْ نِقَابِهَا نَقْبٌ اِلَّا عَلَيْهِ الْمَلَائِكَةُ صَافِّيْنَ يَحْرُسُوْنَهَا...

“নাবী ﷺ বলেছেন, মাক্কাহ্ ও মাদীনা ব্যতীত এমন কোন শহর নেই যেখানে দাজ্জাল প্রবেশ করবে না। মাক্কাহ এবং মাদীনার প্রতিটি প্রবেশ পথেই মালাইকাহ্গণ (ফেরেশতাগণ) সাঁরিবদ্ধভাবে পাহারায় নিযুক্ত থাকবেন...।” **-বুখারী,** অধ্যায় ঃ ২৯, মাদীনার ফাযীলাত, অনুচ্ছেদ ঃ ৯, দাজ্জাল মাদীনায় প্রবেশ করতে পারবে না, হাদিস # ১৮৮১, **মুসলিম,** অধ্যায় ঃ ৫৪, বিভিন্ন ফিতনাহ্ ও ক্বিয়ামাতের লক্ষণসমূহ, অনুচ্ছেদ ঃ ২৪, জাস্‌সাসা জন্তুর ঘটনা, হাদিস # ১২৩/২৯৪৩ (হাদিসটি বুখারীর বর্ণনা)।

(খ) দাজ্জালের সময় মাদীনায় ৭টি প্রবেশ পথ থাকবে। প্রতিটি প্রবেশ পথে দু'জন করে মালাইকাহ্ (ফেরেশতা) নিযুক্ত থাকবেন

আবু বাকার ﵁ রসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন,

لَا يَدْخُلُ الْمَدِيْنَةَ رُعْبُ الْمَسِيْحِ الدَّجَّالِ وَلَهَا يَوْمَئِذٍ سَبْعَةُ اَبْوَابٍ عَلَى كُلِّ بَابٍ مَلَكَانِ.

“তিনি ﷺ বলেছেন, মাদীনায় মাসীহ্ দাজ্জালের প্রভাব পড়বে না। সে সময় মাদীনায় ৭টি প্রবেশদ্বার থাকবে। প্রতিটি প্রবেশদ্বারে দু'জন করে ফেরেশতা নিযুক্ত থাকবেন।” **-বুখারী,** অধ্যায় ঃ ২৯, মাদীনার ফাযীলাত, অনুচ্ছেদ ঃ ৯, দাজ্জাল মাদীনায় প্রবেশ করতে পারবে না, হাদিস # ১৮৭৯, অধ্যায় ঃ ৯২, ফিতনাহ্, অনুচ্ছেদ ঃ ২৬, দাজ্জাল সম্পর্কিত আলোচনা, হাদিস # ৭১২৫, ৭১২৬।

(গ) দাজ্জাল যখন আবির্ভূত হবে তখন মাদীনা শহরটি তিনবার কেঁপে উঠবে, যে কারণে মাদীনা শহর থেকে সমস্ত কাফির ও মুনাফিক্ব বাহিরে বেরিয়ে আসবে

আনাস ইবনু মালিক ﵁ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নাবী ﷺ বলেছেন,

لَيْسَ مِنْ بَلَدٍ اِلَّا سَيَطَؤُهُ الدَّجَّالُ اِلَّا مَكَّةَ وَالْمَدِيْنَةَ لَيْسَ لَهُ مِنْ نِقَابِهَا نَقْبٌ اِلَّاعَلَيْهِ الْمَلَائِكَةُ صَافِّيْنَ يَحْرُسُوْنَهَا ثُمَّ تَرْجُفُ الْمَدِيْنَةُ بِاَهْلِهَا ثَلَاثَ رَجَفَاةٍ فَيُخْرِجُ اللهُ كُلَّ كَافِرٍ وَمُنَافِقٍ.

“দাজ্জাল আসবে অতপর মাদীনার একপাশে অবতরণ করবে। **(এই সময়) মাদীনা তিনবার কেঁপে উঠবে। তখন সকল কাফির ও মুনাফিক্ব বের হয়ে তার (দাজ্জাল) নিকট চলে আসবে।”** -**বুখারী,** অধ্যায় ঃ ২৯, মাদীনার ফাযীলাত, অনুচ্ছেদ ঃ ৯, দাজ্জাল মাদীনায় প্রবেশ করতে পারবে না, হাদিস # ১৮৮১, অধ্যায় ঃ ৯২, ফিতনাহ্, অনুচ্ছেদ ঃ ২৬, দাজ্জাল সম্পর্কিত আলোচনা, হাদিস # ৭১২৪, **মুসলিম,** অধ্যায় ঃ ৫৪, বিভিন্ন ফিতনাহ্ ও ক্বিয়ামাতের লক্ষণসমূহ, অনুচ্ছেদ ঃ ২৪, জাস্‌সাসা জন্তুর ঘটনা, হাদিস # ১২৩/২৯৪৩, (হাদিসটি বুখারীর বর্ণনা)।

যে ব্যক্তি সূরা কাহ্‌ফের প্রথম ১০ আয়াত পাঠ করবে সে দাজ্জালের ফিতনাহ্ হতে মুক্তি পাবে

আবু দারদা رضي الله عنه হতে বর্ণিত,

مَنْ حَفِظَ عَشْرَ اٰيَاةٍ مِنْ اَوَّلِ سُوْرَةِ الْكَهْفِ عُصِمَ مِنْ فِتْنَةِ الدَّجَّالِ.

“নাবী ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি সূরা কাহ্‌ফের প্রথম ১০ আয়াত মুখস্ত করবে সে দাজ্জালের ফিৎনাহ্ হতে মুক্তি পাবে।” -**আবু দাউদ,** স্বহীহ, অধ্যায় ঃ ৩২, যুদ্ধ-সংঘর্ষ, অনুচ্ছেদ ঃ ১৩, ফোরাতের খনিজ সম্পদ উন্মুক্ত হওয়া সম্পর্কে, হাদিস # ৪৩২৩।

ঈসা ইবনে মারইয়াম عليه السلام দাজ্জালকে হত্যা করবেন এবং সে স্থানটির নাম হচ্ছে লূদ

আন-নাওয়াস বিন সাম'আন আল ক্বিলাবী رضي الله عنه হতে বর্ণিত,

ذَكَرَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ الدَّجَّالَ فَقَالَ ...ثُمَّ يَنْزِلُ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ عِنْدَ الْمَنَارَةِ الْبَيْضَاءِ شَرْقِيَّ دِمَشْقَ فَيُدْرِكُهُ عِنْدَ بَابِ لُدٍّ فَيَقْتُلُهُ.

“তিনি বলেন, একদা রসূলুল্লাহ্ ﷺ দাজ্জাল সম্পর্কে আলোচনা করলেন, তিনি ﷺ বলেন... অতঃপর ঈসা ইবনু মারইয়াম عليه السلام দামেশ্‌কের পূর্ব প্রান্তে একটি সাদা মিনারে অবতরণ করবেন এবং লূদ নামক স্থানের দ্বার প্রান্তে দাজ্জালকে নাগালে পাবেন এবং তাকে হত্যা করবেন।” -**আবু দাউদ,** স্বহীহ, অধ্যায় ঃ ৩২, যুদ্ধ-সংঘর্ষ, অনুচ্ছেদ ঃ ১৩, ফোরাতের খনিজ সম্পদ উন্মুক্ত হওয়া সম্পর্কে, হাদিস # ৪৩২১, **তিরমিযী,** স্বহীহ, অধ্যায় ঃ ৩১, কলহ ও বিপর্যয়, অনুচ্ছেদ ঃ ৬২, দাজ্জালকে ঈসা ইবনু মারইয়াম হত্যা করবেন, হাদিস # ২২৪৪ (আবু দাউদের বর্ণনা)।

সংশয়মূলক প্রশ্ন

প্রশ্ন (১) ঃ

রাজা অষ্টম হেনরীর রাজত্বকালে ১৫৩১ খৃষ্টাব্দে ধর্মকে মানুষের ব্যক্তিগত জীবনে সীমাবদ্ধ করা হয় আর রাষ্ট্রীয় নিয়মনীতি মানুষের হাতে আনা হয়। এভাবে সার্বভৌম ক্ষমতা আল্লাহ্'র অধিকার মানুষ নিয়ে নেয়। তখন থেকেই দাজ্জালের জন্ম হয়।

উত্তর ঃ

আপনার ব্যাখ্যাটি ঠিক নয়। কারণ, দাজ্জালের জন্ম ১৫৩৭ খৃষ্টাব্দে হয়নি। বরং রসূলুল্লাহ্ ﷺ এর সময়কাল থেকেই দাজ্জাল ছিল। এ বিষয়টি বুঝতে নিম্নোক্ত হাদিসটি গভীরভাবে লক্ষ্য করুন-

ফাতিমা বিনতু কাইস رضي الله عنها হতে বর্ণিত আছে,

اَنَّ نَبِيَّ اللهِ ﷺ صَعِدَ الْمِنْبَرَ فَضَحِكَ فَقَالَ اِنَّ تَمِيْمَا الدَّارِيَّ حَدَّثَنِيْ بِحَدِيْثٍ فَفَرِحْتُ بِهٖ فَاَحْبَبْتُ اَنْ اُحَدِّثَكُمْ حَدَّثَنِيْ اَنَّ نَاسًا مِنْ اَهْلِ فِلَسْطِيْنَ رَكِبُوْا سَفِيْنَةً فِيْ الْبَحْرِ فَجَالَتْ بِهِمْ حَتَّى قَذَفَتْهُمْ فِيْ جَزِيْرَةٍ مِنْ جَزَائِرِ الْبَحْرِ فَاِذَا هُمْ بِدَابَّةٍ لَبَّاسَةٍ نَاشِرَةٍ شَعْرُهَا فَقَالُوْا مَا اَنْتِ؟ قَالَتْ اَنَا الْجَسَّاسَةُ قَالُوْا فَاَخْبِرِيْنَا قَلَتْ لَاُخْبِرُكُمْ وَلَاسْتَخْبِرُكُمْ وَلٰكِنِ ائْتُوْا اَقْصَى الْقَرْيَةِ فَاِنَّ ثَمَّ مَنْ يُخْبِرُكُمْ وَيَسْتَخْبِرُكُمْ فَاَتَيْنَا اَقْصَى الْقَرْيَةِ فَاِذَا رَجُلٌ مُوْثَقٌ بِسِلْسِلَةٍ فَقَالَ اَخْبِرُوْنِيْ عَنْ عَيْنِ زُغَرَ؟ قُلْنَا مَلَاىٰ تَدْفُقُ قَالَ اَخْبِرُوْنِيْ عَنِ الْبُحَيْرَةِ؟ قُلْنَا مَلَاىٰ تَدْفُقُ قَالَ اَخْبِرُوْانِيْ عَنْ نَخْلِ بَيْسَانَ الَّذِيْ بَيْنَ الْاَرْدُنَّ وَفِلَسْطِيْنَ هَلْ اَطْعَمَ؟ قَلْنَا نَعَمْ قَالَ اَخْبِرُوْنِيْ عَنِ النَّبِيِّ هَلْ بُعِثَ؟ قُلَنَا نَعَمْ قَالَ اَخْبِرُوْنِيْ كَيْفَ النَّاسُ اِلَيْهِ؟ قُلْنَا سَرَاعٌ قَالَ فَنَزَى نَزْوَةً حَتّٰى كَادَ قُلْنَا فَمَا اَنْتَ؟ قَالَ اَنَا الدَّجَّالُ وَاِنَّهٗ يَدْخُلُ الْاَمْصَارَ كُلُّهَا اِلَّا طَيْبَةَ وَطَيْبَةٌ الْمَدِيْنَةُ.

"রসূলুল্লাহ্ ﷺ কোন এক সময় মিম্বারে উঠে হাসতে-হাসতে বললেন ঃ আমাকে তামীম আদ-দারী একটি খবর শুনিয়েছে। আমি তাতে সন্তুষ্ট হয়েছি এবং আমি তোমাদেরকেও তা শুনাতে পছন্দ করি। কোন একদিন ফিলিস্তিনের কয়েকজন লোক নৌযানে চড়ে সমুদ্র বিহারে যাতায়াত করেছিল। হঠাৎ সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গে তারা দিকভ্রান্ত হয়ে পড়ে এবং এক অচেনা দ্বীপে এসে পড়ে। তারা সে জায়গাতে এক বিচিত্র ধরণের প্রাণীর সন্ধান পায়, যার চুলগুলো ছিল চারদিকে ছড়ানো। তারা প্রশ্ন করল, তুমি কে? সে উত্তর দিল, আমি জাস্‌সাসা (অনুসন্ধানকারী)। তারা বলল, তুমি আমাদেরকে কিছু অনুসন্ধান দাও। সে বলল, আমি তোমাদেরকে কিছু বলবও না এবং তোমাদের নিকট কিছু জানতেও চাইব না, বরং তোমরা এ জনপদের শেষ সীমানায় যাও। সে স্থানে এমন একজন লোক আছে সে তোমাদেরকে কিছু বলবে এবং তোমাদের নিকট কিছু জানার ইচ্ছা করবে। তারপর আমরা গ্রামের শেষ সীমানায় পৌঁছে দেখতে পেলাম একটি লোক শিকলে বাঁধা আছে। সে আমাদের বলল, তোমরা (সিরিয়ার) 'যুগার' নামক স্থানের ঝর্ণার খবর বল। আমরা বললাম, তা পানিপূর্ণ এবং এখনো সবেগে পানি প্রবাহিত হচ্ছে। সে বলল, 'বুহাইরা' (তাবারিয়া উপসাগর)-এর কি সংবাদ, তা আমাকে বল। আমরা বললাম, তাও পানিপূর্ণ এবং তা হতে সবেগে পানি প্রবাহিত হচ্ছে। সে আবার বলল, জর্দান ও ফিলিস্তিনের মধ্যবর্তী জায়গায় অবস্থিত 'বাইসান' নামক খেঁজুর বাগানের খবর বল। তাতে কি ফল উৎপন্ন হয়? আমরা বললাম, হ্যাঁ। সে আবার প্রশ্ন করল, নাবী প্রসঙ্গে বল, তিনি কি প্রেরিত হয়েছেন? আমরা বললাম, হ্যাঁ। সে বলল, তাঁর নিকট জনগণ ভিড়ছে কেমন? আমরা বললাম, খুবই দ্রুত। বর্ণনাকারী বলেন, একথা শুনে সে এমন এক লাফ দিল যে, শেকল প্রায় ছিন্ন করে ফেলেছিল। আমরা তাকে প্রশ্ন করলাম, তুমি কে? সে বলল, আমিই দাজ্জাল। সে 'তাইবা' ব্যতীত সমস্ত শহরেই প্রবেশ করবে। 'তাইবা' হলো মাদীনা।" **-মুসলিম,** অধ্যায় ঃ ৫৪, বিভিন্ন ফিতনাহ্ ও ক্বিয়ামাতের লক্ষণসমূহ, অনুচ্ছেদ ঃ ২৪, জাস্‌সাসাহ্'র ঘটনা, হাদিস # ১১৯/২৯৪২, **আবু দাউদ,** স্বহীহ্, অধ্যায় ঃ ৩২, যুদ্ধ-সংঘর্ষ, অনুচ্ছেদ ঃ ১৫, জাস্‌সাসাহ্'র খবর, হাদিস # ৪৩২৬, **তিরমিযী,** স্বহীহ, অধ্যায় ঃ ৩১, কিতাবুন ফিতনাহ্, অনুচ্ছেদ ঃ ৬৬, হাদিস # ২২৫৩ (হাদিসটি তিরমিযীর বর্ণনা)।

অতএব এই হাদিস থেকে বুঝা যায়, দাজ্জাল ১৫৩৭ খৃষ্টাব্দে জন্ম হয়নি, বরং রসূলুল্লাহ্ ﷺ এর সময়কাল থেকেই ছিল।

প্রশ্ন (২) ঃ

আন-নাওয়াস ইবনুস সাম'আন رَضِيَ اللهُ عَنْهُ হতে বর্ণিত,

...يَارَسُوْلَ اللهِ وَمَا اِسْرَاعُهُ فِي الْاَرْضِ ؟ قَالَ كَالْغَيْثِ اسْتَدْبَرَتْهُ الرِّيْحُ...

"...আমরা আবার (রসূলুল্লাহ্ ﷺ কে) প্রশ্ন করলাম, দুনিয়াতে তার (দাজ্জালের) চলার গতি কত দ্রুত হবে? তিনি ﷺ বললেন, তার (দাজ্জালের) চলার গতি বায়ুতাড়িত মেঘের ন্যায় হবে।" **-মুসলিম,** অধ্যায় ঃ ৫৪, বিভিন্ন ফিতনাহ্ ও ক্বিয়ামাতের লক্ষণসমূহ, অনুচ্ছেদ ঃ ২০, দাজ্জালের বর্ণনা, তার পরিচয় এবং তার সাথে যা থাকবে, হাদিস # ১১০/২৯৩৭, **আবু দাউদ,** স্বহীহ, অধ্যায় ঃ ৩২, যুদ্ধ-সংঘর্ষ, অনুচ্ছেদ ঃ ১৩, ফোরাতের খনিজ সম্পদ উন্মুক্ত হওয়া সম্পর্কে, হাদিস # ৪৩২১, **তিরমিযী,** স্বহীহ, অধ্যায় ঃ ৩১, কলহ ও বিপর্যয়, অনুচ্ছেদ ঃ ৫৯, হাদিস # ২২৪০, **ইবনু মাজাহ্,** স্বহীহ, অধ্যায় ঃ ৩৫, কিতাবুল ফিতনাহ্, অনুচ্ছেদ ঃ ৩৩, দাজ্জালের ফিতনাহ্, ঈসা ইবনু মারইয়াম, ইয়াজুজ ও মাজুজ বের হওয়া, হাদিস # ৪০৭৫, (হাদিসটি মুসলিমের বর্ণনা)।

এই হাদিসটি বলছে যে, দাজ্জাল বায়ুতাড়িত মেঘের ন্যায় আকাশে উড়ে বেড়াবে। দাজ্জাল যদি দৈত্য-দানবই হবে তাহলে তাকে মেঘের গতির সাথে তুলনা করার প্রয়োজন কি ছিল? মূলতঃ ইয়াহুদি খৃষ্টান যান্ত্রিক সভ্যতার সৃষ্টি উড়োজাহাজ (এ্যারোপ্লেন) যখন আকাশ দিয়ে উড়ে যায় তখন তাকে দেখতে মেঘের খণ্ডের মতই মনে হয়। এই থেকেই বুঝা যায় ইয়াহুদি খৃষ্টান যান্ত্রিক সভ্যতার সৃষ্টি উড়োজাহাজই (এ্যারোপ্লেন) দাজ্জাল।

উত্তর ঃ

এই ব্যাখ্যাটি সম্পূর্ণ মনগড়া। আপনার বোধগম্যতার জন্য একটু বিস্তারিত বলছি।

আনাস ইবনু মালিক رَضِيَ اللهُ عَنْهُ হতে বর্ণিত,

لَيْسَ مِنْ بَلَدٍ اِلَّا سَيَطَؤُهُ الدَّجَّالُ اِلَّا مَكَّةَ وَالْمَدِيْنَةَ لَيْسَ لَهُ مِنْ نِقَابِهَا نَقْبٌ اِلَّاعَلَيْهِ الْمَلَائِكَةُ صَافِّيْنَ يَحْرُسُوْنَهَا...

"নাবী ﷺ বলেছেন, মাক্কাহ্ ও মাদীনা ব্যতীত এমন কোন শহর নেই যেখানে দাজ্জাল প্রবেশ করবে না। মাক্কাহ এবং মাদীনার প্রতিটি প্রবেশ পথেই মালাইকাহ্গণ (ফেরেশতাগণ) সাঁরিবদ্ধভাবে পাহারায় নিযুক্ত থাকবেন...।" **-বুখারী,** অধ্যায় ঃ ২৯, মাদীনার ফাযীলাত, অনুচ্ছেদ ঃ ৯, দাজ্জাল মাদীনায় প্রবেশ করতে পারবে না, হাদিস # ১৮৮১, **মুসলিম,** অধ্যায় ঃ ৫৪, বিভিন্ন ফিতনাহ্ ও ক্বিয়ামাতের লক্ষণসমূহ, অনুচ্ছেদ ঃ ২৪, জাস্‌সাসা জন্তুর ঘটনা, হাদিস # ১২৩/২৯৪৩ (হাদিসটি বুখারীর বর্ণনা)।

এই হাদিসটি বলছে যে, দাজ্জাল মাক্কাহই-মাদীনায় প্রবেশ করতে পারবে না। দাজ্জাল যদি উড়োজাহাজই (এ্যারোপ্লেন) হবে তাহলে উড়োজাহাজ (এ্যারোপ্লেন) কি মাক্কাহ্ মাদীনায় প্রবেশ করেনি? নিশ্চয়ই করেছে! তাই বুঝতে হবে যে, উড়োজাহাজ (এ্যারোপ্লেন) যদি দাজ্জাল হত তাহলে তা মাক্কাহ্ মাদীনায় প্রবেশ করতে পারতো না। অতএব, ইয়াহুদি খৃষ্টান যান্ত্রিক সভ্যতার সৃষ্টি উড়োজাহাজ (এ্যারোপ্লেন) দাজ্জাল, এটি গ্রহণযোগ্য কথা নয়, তাই আপনার ব্যাখ্যাটি ভূল।

ইয়াহুদি-খৃষ্টান যান্ত্রিক সভ্যতাই দাজ্জাল এই ব্যাখ্যায় যারা বিশ্বাসী তাদের কাছে আমাদের প্রশ্ন।

প্রশ্ন (১) ঃ

رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَ الدَّجَّالُ يَخْرُجُ مِنْ اَرْضٍ بِالْمَشْرِقِ يُقَالُ لَهَا خُرَاسَانُ...

“রসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, দাজ্জাল ইরাক ও সিরিয়ার মধ্যবর্তী অঞ্চল থেকে বের হবে সে অঞ্চলকে বলা হয় খোরাসান।” **-মুসলিম,** অধ্যায় ঃ বিভিন্ন ফিতনাহ্ ও ক্বিয়ামাতের লক্ষণ সমূহ, অনুচ্ছেদ ঃ ২০, দাজ্জাল এবং তার বর্ণনা, তার পরিচয় এবং তার সাথে যা থাকবে, হাদিস # ১১০/২৯৩৭, **তিরমিযী,** স্বহীহ, অধ্যায় ঃ ৩১, কলহ ও বিপর্যয়, অনুচ্ছেদ ঃ ৫৭, কোন স্থান দাজ্জালের আগমণ ঘটবে? হাদিস # ২২৩৭, অনুচ্ছেদ ঃ ৫৯, হাদিস # ২২৪০, **ইবনু মাজাহ্,** স্বহীহ, অধ্যায় ঃ ৩৬, কিতাবুল ফিতনাহ্, অনুচ্ছেদ ঃ ৩৩, দাজ্জালের ফিতনাহ্ এবং ঈসা ইবনু মারইয়াম ও ইয়া'জুজ-মা'জুজ বের হওয়া, হাদিস # ৪০৭২, ৪০৭৫।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, ইয়াহুদি-খৃষ্টান যান্ত্রিক সভ্যতা কি খোরাসান থেকে আবির্ভূত হয়েছে? নিশ্চয়ই না। যেমন- উড়োজাহাজ (এ্যারোপ্লেন), রকেট, কম্পিউটার, টেলিফোন, মোবাইল ইত্যাদি। যদি এসব যান্ত্রিকতা খোরাসান থেকে আবিষ্কার বা আবির্ভূত না হয় তাহলে ইয়াহুদি-খৃষ্টান যান্ত্রিক সভ্যতা কিভাবে দাজ্জাল হল?

প্রশ্ন (২) ঃ

اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ بَيْنَ اَنَا نَائِمٌ... فَإِذَا رَجُلٌ جَسِيْمٌ اَحْمَرُ جَعْدُ الرَّأْسِ اَعْوَرُ الْعَيْنِ كَاَنَّ عَيْنَهُ عِنَبَةٌ طَافِيَةٌ قَالُوْا هٰذَا الدَّجَّالُ...

“রসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, আমি একবার স্বপ্নে দেখলাম... এসময় একজন লাল রংয়ের মোটা-সোটা কুঁকড়ানো চুলওয়ালা, ডান চোখ কানা এক ব্যক্তিকে দেখলাম তার (কানা) চোখটি যেন ভাসমান আঙ্গুর। আমি জিজ্ঞেস করলাম এই ব্যক্তি কে? তারা বলল, এই হচ্ছে দাজ্জাল...” **-বুখারী,** অধ্যায় ঃ ৯১, স্বপ্নের ব্যাখ্যা করা, অনুচ্ছেদ ঃ ৩৩, স্বপ্নে কা'বাগৃহ তাওয়াফ করা, হাদিস # ৭০২৬, অধ্যায় ঃ ৯২, ফিতনাহ্, অনুচ্ছেদ ঃ ২৬, দাজ্জাল সম্পর্কিত আলোচনা, হাদিস # ৭১২৮।

এখন আমাদের প্রশ্ন হচ্ছে, ইয়াহুদি-খৃষ্টান যান্ত্রিক সভ্যতার গায়ের রং কি শুধু লাল এবং তাদের চুল কি সব কোঁকড়ানো? নিশ্চয়ই না। যেমন- উড়োজাহাজ (এ্যারোপ্লেন), রকেট, কম্পিউটার, টেলিফোন, মোবাইল ইত্যাদি। এসব যন্ত্রপাতির কি চুল আছে? এসব যন্ত্রপাতির গায়ের রং কি শুধুই লাল? তাহলে আপনারা কিভাবে বলছেন ইয়াহুদি-খৃষ্টান যান্ত্রিক সভ্যতা দাজ্জাল?

প্রশ্ন (৩) ঃ

...قُلْنَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَمَا لَبْثُهُ فِي الْاَرْضِ؟ قَالَ اَرْبَعُوْنَ يَوْمًا يَوْمٌ كَسَنَةٍ وَيَوْمٌ كَشَهْرٍ وَيَوْمٌ كَجُمُعَةٍ وَسَائِرُ اَيَّامِهِ كَاَيَّامِكُمْ...

“রসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, দাজ্জাল পৃথিবীতে চল্লিশ দিন অবস্থান করবে এবং দিন-রাত্রি দীর্ঘায়িত হবে। এমন দীর্ঘায়িত যে, প্রথম দিন অতিবাহিত হতে এক বছর সময় লাগবে, দ্বিতীয় দিন অতিবাহিত হতে এক মাস সময় লাগবে, তৃতীয় দিন অতিবাহিত হতে এক সপ্তাহ লাগবে। আর বাকী দিনগুলি অতিবাহিত হবে স্বাভাবিক ভাবে।” **-মুসলিম,** অধ্যায় ঃ ৫৪, বিভিন্ন ফিতনাহ্ ও ক্বিয়ামাতের লক্ষণসমূহ, অনুচ্ছেদ ঃ ২০, দাজ্জালের বর্ণনা, তার পরিচয় এবং তার সাথে যা থাকবে, হাদিস # ১১০/২৯৩৭, **আবু দাউদ,** স্বহীহ, অধ্যায় ঃ ৩২, যুদ্ধ-সংঘর্ষ, অনুচ্ছেদ ঃ ১৩, ফোরাতের খনিজ সম্পদ উন্মুক্ত হওয়া সম্পর্কে, হাদিস # ৪৩২১, **তিরমিযী,** স্বহীহ, অধ্যায় ঃ ৩১, কলহ ও বিপর্যয়, অনুচ্ছেদ ঃ ৫৯, হাদিস # ২২৪০, **ইবনু মাজাহ্,** স্বহীহ, অধ্যায় ঃ ৩৫, কিতাবুল ফিতনাহ্, অনুচ্ছেদ ঃ ৩৩, দাজ্জালের ফিতনাহ্, ঈসা ইবনু মারইয়াম, ইয়াজুজ ও মাজুজ বের হওয়া, হাদিস # ৪০৭৫।

এখন আমাদের প্রশ্ন হচ্ছে, ইয়াহুদি-খৃষ্টান যান্ত্রিক সভ্যতা যদি দাজ্জাল হয় তবে তা কেন এখনও পৃথিবীতে অবস্থান করছে? ইয়াহুদি-খৃষ্টান যান্ত্রিক সভ্যতা যদি দাজ্জাল হয় তাহলেতো তার চল্লিশ দিনের বেশী অবস্থান করার কথা নয়।

প্রশ্ন (৪) ঃ

...يَدْعُوْ رَجُلًا مُمْتَلِئًا شَبَابًا فَيَضْرِبُهُ بِالسَّيْفِ فَيَقْطَعُهُ جَزْلَتَيْنِ رَمْيَةَ الْغَرَضِ ثُمَّ يَدْعُوْهُ فَيُقْبِلُ وَيَتَهَلَّلُ وَجْهُهُ يَضْحَكُ...

“তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ একবার দাজ্জাল সম্পর্কে আলোচনা করেন, ...(দাজ্জাল) পূর্ণ এক যুবক লোককে ডেকে তাকে তরবারীর আঘাতে দ্বিখণ্ডিত করে তীর নিক্ষেপের মত নিক্ষেপ করবে। তারপর, তাকে ডাক দিবে আর সে উজ্জল সহাস্য বদনে (অর্থাৎ হাসিমুখ অবস্থায়) তার দিকে ফিরে আসবে...।” **-বুখারী,** অধ্যায় ঃ ২৯, মাদীনার ফাযীলাত, অনুচ্ছেদ ঃ ৯, দাজ্জাল মাদীনায় প্রবেশ করতে পারবে না, হাদিস # ১৮৮২, অধ্যায় ঃ ৯২, ফিতনাহ্, অনুচ্ছেদ ঃ ২৭, দাজ্জাল মাদীনায় প্রবেশ করবে না, হাদিস # ৭১৩২, **মুসলিম,** অধ্যায় ঃ ৫৪, বিভিন্ন ফিতনাহ্ ও ক্বিয়ামাতের লক্ষণসমূহ, অনুচ্ছেদ ঃ ২০, দাজ্জালের বর্ণনা, তার পরিচয় এবং তার সাথে যা থাকবে, হাদিস # ১১০/২৯৩৭, অনুচ্ছেদ ঃ ২১, দাজ্জালের পরিচিত তার জন্য মাদিনা হারাম এবং কোন মু'মিনকে হত্যা ও জীবিতকরণ, হাদিস # ১১২,১১৩/২৯৩৮, **তিরমিযী,** স্বহীহ, অধ্যায় ঃ ৩১, কলহ ও বিপর্যয়, অনুচ্ছেদ ঃ ৫৯, দাজ্জালের ফিতনাহ্, হাদিস # ২২৪০ (হাদিসটি মুসলিমের বর্ণনা)।

এখন আমাদের প্রশ্ন হচ্ছে, ইয়াহুদি-খৃষ্টান যান্ত্রিক সভ্যতার কি এই ক্ষমতা আছে যে, মানুষকে হত্যা করে আবার জীবিত করতে পারবে? নিশ্চয়ই না। তাহলে আপনার কিভাবে দাবী করছেন যে, ইয়াহুদি-খৃষ্টান যান্ত্রিক সভ্যতাই দাজ্জাল।

প্রশ্ন (৫) ঃ

রসূলুল্লাহ্ ﷺ এর সময়কাল থেকেই দাজ্জাল পৃথিবীতে ছিল। কিন্তু সে (দাজ্জাল) বাঁধা অবস্থায় বন্দী ছিল এবং কিছু সংখ্যক লোক তাকে (দাজ্জাল) দেখেছেন এবং তার (দাজ্জাল) সাথে কথাও বলেছেন। **-মুসলিম,** অধ্যায় ঃ ৫৪, বিভিন্ন ফিরনাহ্ ও ক্বিয়ামাতের লক্ষণসমূহ, অনুচ্ছেদ ঃ ২৪, জাস্‌সাসাহ্'র ঘটনা, হাদিস # ১১৯/২৯৪২, **আবু দাউদ,** স্বহীহ্, অধ্যায় ঃ ৩২, যুদ্ধ-সংঘর্ষ, অনুচ্ছেদ ঃ ১৫, জাস্‌সাসাহ্'র খবর, হাদিস # ৪৩২৬, **তিরমিযী,** স্বহীহ, অধ্যায় ঃ ৩১, কিতাবুল ফিতনাহ্, অনুচ্ছেদ ঃ ৬৬, হাদিস # ২২৫৩।

এখন আমাদের প্রশ্ন হচ্ছে, ইয়াহুদি-খৃষ্টান যান্ত্রিক সভ্যতা যদি দাজ্জাল হয় তাহলে যান্ত্রিক সভ্যতাকে কি বেঁধে রাখা যায়? আর তার সাথে কি কথা বলা সম্ভব? নিশ্চয়ই না! তবে কিভাবে আপনারা দাবী করছেন, ইয়াহুদি-খৃষ্টান যান্ত্রিক সভ্যতাই দাজ্জাল?

প্রশ্ন (৬) ঃ

لَيۡسَ مِنۡ بَلَدٍ اِلَّا سَيَطَؤُهُ الدَّجَّالُ اِلَّا مَكَّةَ وَالۡمَدِيۡنَةَ...

“রসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, দাজ্জাল মাক্কাহ্ ও মাদীনায় প্রবেশ করতে পারবে না।” **-বুখারী,** অধ্যায় ঃ ২৯, মাদীনার ফাযীলাত, অনুচ্ছেদ ঃ ৯, দাজ্জাল মাদীনায় প্রবেশ করতে পারবে না, হাদিস # ১৮৮১, **মুসলিম,** অধ্যায় ঃ ৫৪, বিভিন্ন ফিতনাহ্ ও ক্বিয়ামাতের লক্ষণসমূহ, অনুচ্ছেদ ঃ ২৪, জাস্‌সাসা জন্তুর ঘটনা, হাদিস # ১২৩/২৯৪৩।

এখন আমাদের প্রশ্ন হচ্ছে, ইয়াহুদি-খৃষ্টান যান্ত্রিক সভ্যতা যদি দাজ্জাল হয় তাহলে কি এই যান্ত্রিক সভ্যতা মাক্কাহ্ ও মাদীনায় প্রবেশ করেনি? অবশ্যই করেছে! যেমন- ইয়াহুদি-খৃষ্টান যান্ত্রিক সভ্যতার আবিস্কৃত উড়োজাহাজ (এ্যারোপ্লেন) মাক্কাহ্ ও মাদীনার উপর দিয়েও উড়ে বেড়ায়। তবে কিভাবে আপনারা ইয়াহুদি-খৃষ্টান যান্ত্রিক সভ্যতাকে দাজ্জাল বলছেন?

প্রশ্ন (৭) ঃ

নাবী ﷺ বলেছেন,

لَيۡسَ مِنۡ بَلَدٍ اِلَّا سَيَطَؤُهُ الدَّجَّالُ اِلَّا مَكَّةَ وَالۡمَدِيۡنَةَ لَيۡسَ لَهُ مِنۡ نِقَابِهَا نَقۡبٌ اِلَّاعَلَيۡهِ الۡمَلَائِكَةُ صَافِّيۡنَ يَحۡرُسُوۡنَهَا ثُمَّ تَرۡجُفُ الۡمَدِيۡنَةُ بِاَهۡلِهَا ثَلَاثَ رَجَفَاتٍ فَيُخۡرِجُ اللّٰهُ كُلَّ كَافِرٍ وَمُنَافِقٍ.

“দাজ্জাল আসবে অতপর মাদীনার একপাশে অবতরণ করবে। **(এই সময়) মাদীনা তিনবার কেঁপে উঠবে। তখন সকল কাফির ও মুনাফিক্ব বের হয়ে তার (দাজ্জাল) নিকট চলে আসবে।” -বুখারী,** অধ্যায় ঃ ২৯, মাদীনার ফাযীলাত, অনুচ্ছেদ ঃ ৯, দাজ্জাল মাদীনায় প্রবেশ

করতে পারবে না, হাদিস # ১৮৮১, অধ্যায় ঃ ৯২, ফিতনাহ্, অনুচ্ছেদ ঃ ২৬, দাজ্জাল সম্পর্কিত আলোচনা, হাদিস # ৭১২৪, **মুসলিম,** অধ্যায় ঃ ৫৪, বিভিন্ন ফিতনাহ্ ও ক্বিয়ামাতের লক্ষণসমূহ, অনুচ্ছেদ ঃ ২৪, জাস্‌সাসা জন্তুর ঘটনা, হাদিস # ১২৩/২৯৪৩, (হাদিসটি বুখারীর বর্ণনা)।

এখন আমাদের প্রশ্ন হচ্ছে, ইয়াহুদি-খৃষ্টান যান্ত্রিক সভ্যতা যদি দাজ্জাল হয় তাহলে মাদীনা কি তিনবার কেঁপে উঠেছে? আর মাদীনা থেকে কি সকল কাফিররা বের হয়ে গেছে আপনি নিশ্চয়তা দিচ্ছেন? যদি তা না হয়, তাহলে আপনারা কিভাবে বলছেন যে, ইয়াহুদি-খৃষ্টান যান্ত্রিক সভ্যতাই দাজ্জাল?

প্রশ্ন (৮) ঃ

আন-নাওয়াস বিন সাম'আন আল ক্বিলাবী رضي الله عنه হতে বর্ণিত,

ذَكَرَ رَسُوۡلُ اللّٰهِ ﷺ الدَّجَّالَ فَقَالَ ...ثُمَّ يَنۡزِلُ عِيۡسَى ابۡنُ مَرۡيَمَ عِنۡدَ الۡمَنَارَةِ الۡبَيۡضَاءِ شَرۡقِيَّ دِمَشۡقَ فَيُدۡرِكُهُ عِنۡدَ بَابِ لُدٍّ فَيَقۡتُلُهُ.

“তিনি বলেন, একদা রসূলুল্লাহ্ ﷺ দাজ্জাল সম্পর্কে আলোচনা করলেন, তিনি ﷺ বলেন... অতঃপর ঈসা ইবনু মারইয়াম عليه السلام দামেস্কের পূর্ব প্রান্তে একটি সাদা মিনারে অবতরণ করবেন এবং লূদ নামক স্থানের দ্বার প্রান্তে দাজ্জালকে নাগালে পাবেন এবং তাকে হত্যা করবেন।” **-আবু দাউদ,** স্বহীহ, অধ্যায় ঃ ৩২, যুদ্ধ-সংঘর্ষ, অনুচ্ছেদ ঃ ১৩, ফোরাতের খনিজ সম্পদ উন্মুক্ত হওয়া সম্পর্কে, হাদিস # ৪৩২১, **তিরমিযী,** স্বহীহ, অধ্যায় ঃ ৩১, কলহ ও বিপর্যয়, অনুচ্ছেদ ঃ ৬২, দাজ্জালকে ঈসা ইবনু মারইয়াম হত্যা করবেন, হাদিস # ২২৪৪ (আবু দাউদের বর্ণনা)।

এখন আমাদের প্রশ্ন হচ্ছে, ইয়াহুদি-খৃষ্টান যান্ত্রিক সভ্যতা যদি দাজ্জাল হয় তাহলে কি লূদ নামক স্থানে ইয়াহুদি-খৃষ্টান আবিস্কৃত সকল যান্ত্রিক সভ্যতা এসে উপস্থিত হবে? কারণ, সকল ইয়াহুদি-খৃষ্টান যান্ত্রিক সভ্যতাকে যদি লূদ নামক স্থানে একত্রিত না হয় তাহলেতো যান্ত্রিক সভ্যতার দাজ্জাল কিছু মারা পড়বে এবং কিছু বাকী থাকবে। এখন আপনারাই চিন্তা করে দেখুন ইয়াহুদি-খৃষ্টান আবিস্কৃত সকল যান্ত্রিক সভ্যতাকে কি লূদ নামক স্থানে একত্রিতকরণ সম্ভব? নিশ্চয়ই না! তাহলে ঈসা عليه السلام কিভাবে দাজ্জালকে লূদ নামক স্থানে হত্যা করবেন? এই কথা থেকেই কি প্রমাণিত হয় না যে, ইয়াহুদি-খৃষ্টান যান্ত্রিক সভ্যতাই দাজ্জাল নয়?

প্রশ্ন (৯) ঃ

আন-নাওয়াস বিন সাম'আন আল ক্বিলাবী رضي الله عنه হতে বর্ণিত,

ذَكَرَ رَسُوۡلُ اللّٰهِ ﷺ الدَّجَّالَ فَقَالَ ...ثُمَّ يَنۡزِلُ عِيۡسَى ابۡنُ مَرۡيَمَ عِنۡدَ الۡمَنَارَةِ الۡبَيۡضَاءِ شَرۡقِيَّ دِمَشۡقَ فَيُدۡرِكُهُ عِنۡدَ بَابِ لُدٍّ فَيَقۡتُلُهُ.

“তিনি বলেন, একদা রসূলুল্লাহ্ ﷺ দাজ্জাল সম্পর্কে আলোচনা করলেন, তিনি ﷺ বলেন... অতঃপর ঈসা ইবনু মারইয়াম عليه السلام দামেস্কের পূর্ব প্রান্তে একটি সাদা মিনারে অবতরণ করবেন এবং লূদ নামক স্থানের দ্বার প্রান্তে দাজ্জালকে নাগালে

পাবেন এবং তাকে হত্যা করবেন।" -**আবু দাউদ,** স্বহীহ, অধ্যায় ঃ ৩২, যুদ্ধ-সংঘর্ষ, অনুচ্ছেদ ঃ ১৩, ফোরাতের খনিজ সম্পদ উন্মুক্ত হওয়া সম্পর্কে, হাদিস # ৪৩২১, **তিরমিযী,** স্বহীহ, অধ্যায় ঃ ৩১, কলহ ও বিপর্যয়, অনুচ্ছেদ ঃ ৬২, দাজ্জালকে ঈসা ইবনু মারইয়াম হত্যা করবেন, হাদিস # ২২৪৪ (আবু দাউদের বর্ণনা)।

এখন আমাদের প্রশ্ন হচ্ছে, ইয়াহুদি-খৃষ্টান যান্ত্রিক সভ্যতা যদি দাজ্জাল হয় তাহলে বুঝা যাচ্ছে, দাজ্জাল জড় বস্তু? কারণ সভ্যতার কোন প্রাণ থাকে না। তবে কেন রসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, দাজ্জালকে ঈসা عليه السلام হত্যা করবেন? হত্যা তাকেই করা যায় যার প্রাণ আছে। আর যার প্রাণ নেই তাকে হত্যা করা যায় না বরং ধ্বংস করা যায়। দাজ্জাল যদি ইয়াহুদি-খৃষ্টান যান্ত্রিক সভ্যতাই হতো তবে, বলতেন ঈসা عليه السلام দাজ্জালকে ধ্বংস করবেন। যেহেতু ঈসা عليه السلام দাজ্জালকে হত্যা করবেন এই থেকেই কি বুঝা যায় না যে, ইয়াহুদি-খৃষ্টান যান্ত্রিক সভ্যতা দাজ্জাল নয়? বরং দাজ্জাল একজন প্রাণী।

মুস্লিমদের লক্ষ্য ও কর্মসূচি যেমন হওয়া উচিৎ

লক্ষ্য

আল্লাহ্'র সন্তুষ্টি অর্জন[১] ও তাঁর ক্ষমা পাওয়ার মাধ্যমে জান্নাত অর্জন করা[২] এবং জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাওয়া।[৩]

১। **আল্লাহ্'র সন্তুষ্টি অর্জন ঃ** এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ্ বলেন,

يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ وَيُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ

"যা দ্বারা (কুরআন) আল্লাহ্ শান্তির পথ প্রদর্শন করেন **যে তাঁর (আল্লাহ্'র) সন্তুষ্টি অর্জন করতে চায়।** আর তাঁর (আল্লাহ্'র) ইচ্ছায় তাদেরকে অন্ধকার থেকে আলোর দিকে বের করে নিয়ে আসেন এবং তাদেরকে সঠিক পথে পরিচালিত করেন।" -সূরাহ্ মায়িদাহ্ (৫), ১৬।

এ আয়াত থেকে বুঝা গেল, যে ব্যক্তি আল্লাহ্'র সন্তুষ্টি অর্জন করতে চায় তাঁকে আল্লাহ্ শান্তির ও আলোর পথে পরিচালিত করেন। তাই আমাদের প্রধান লক্ষ্য হওয়া উচিৎ আল্লাহ্'র সন্তুষ্টি অর্জন করা।

২। **তাঁর ক্ষমা পাওয়ার মাধ্যমে জান্নাত অর্জন করা ঃ** এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ্ বলেন,

سَابِقُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ...

"**তোমরা এগিয়ে যাও তোমাদের রবের ক্ষমা ও জান্নাতের দিকে** যার প্রশস্ততা আকাশ

ও পৃথিবীর মত..." -সূরাহ্ হাদীদ (৫৭), ২১।

এ আয়াত থেকে বুঝা যায়, আল্লাহ্'র ক্ষমা পাওয়া এবং জান্নাত লাভ করা আমাদের লক্ষ্য নির্ধারণ করতে হবে।

৩। **জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাওয়া ঃ** এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ্ বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا...

"হে ঈমানদারগণ; **তোমরা নিজেদেরকে ও তোমাদের পরিবারকে জান্নাম থেকে বাঁচাও...**" -সূরাহ্ তাহরীম (৬৬), ৬।

এ আয়াত থেকে বুঝা যায়, আমাদের জাহান্নাম থেকে বাঁচা লক্ষ্য নির্ধারণ করতে হবে।

কর্মসূচি

ক. শিরক্[১], কুফর[২] ও বিদ'আহ্[৩] থেকে নিজেরা বেঁচে থাকা এবং অন্যদেরকে বাঁচানোর চেষ্টা করা[৪]

১। **শিরক ঃ** এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ্ বলেন,

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ...

"নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তাঁর সাথে শিরক্ করাকে ক্ষমা করেন না। এটা ছাড়া তার (শিরক্) নিম্ন পর্যায়ের গুনাহ্ যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন..." -সূরাহ্ নিসা (৪), ৪৮,১১৬।

যেহেতু আমাদের লক্ষ্য আল্লাহ্'র শাস্তি থেকে ক্ষমা পাওয়া, তাই এই ক্ষমা পেতে হলে আল্লাহ্'র সাথে শিরক্ করা থেকে বিরত থাকতে হবে। তা না হলে আল্লাহ্'র কাছে আমরা ক্ষমা পাব না। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ্ আরও বলেন,

...إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ...

"...নিশ্চয়ই যে কেহ আল্লাহ্'র সাথে শিরক্ করবে তার জন্য আল্লাহ্ জান্নাত হারাম করে দিবেন এবং তার স্থান জাহান্নাম..." -সূরাহ্ মায়িদাহ্ (৫), ৭২।

যেহেতু আমাদের লক্ষ্য জান্নাত হাসিল করা এবং জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাওয়া তাই এই লক্ষ্য পূরণ করতে হলে আল্লাহ্'র সাথে শিরক্ করা থেকে বিরত থাকতে হবে। তা না হলে আমরা আল্লাহ্'র ক্ষমা এবং জান্নাত পাব না। বরং আমাদের জাহান্নামে যেতে হবে। তাই আমাদের কর্মসূচি হওয়া উচিৎ শিরক্ করা থেকে বিরত থাকা।

২। **কুফর ঃ** এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ্ বলেন,

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ مَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ.

"নিশ্চয়ই যারা (আল্লাহ্ সাথে) কুফুরি করে এবং আল্লাহ্'র পথে চলতে বাঁধা দেয় আর এভাবেই কাফির অবস্থায় মারা যায় তাদেরকে আল্লাহ্ কক্ষনো ক্ষমা করবেন না।" -সূরাহ্ মুহাম্মাদ (৪৭), ৩৪।

যেহেতু আমাদের লক্ষ্য আল্লাহ্'র কাছ থেকে ক্ষমা পাওয়া তাই এই লক্ষ্য অর্জন করতে হলে আমাদেরকে অবশ্যই আল্লাহ্'র সাথে কুফুরি করা থেকে বিরত থাকতে হবে। তা না হলে আমরা কক্ষনো আল্লাহ্'র কাছ থেকে ক্ষমা পাব না। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ্ আরও বলেন, ذَالِكَ جَزَاؤُهُمْ جَهَنَّمُ بِمَا كَفَرُوا...

"এটাই তাদের প্রতিফল জাহান্নাম কারণ তারা কুফুরী করেছে..." -সূরাহ্ কাহ্ফ (১৮), ১০৬।

যেহেতু আমাদের লক্ষ্য জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাওয়া তাই আমাদের এই জাহান্নাম থেকে মুক্তি পেতে হলে অবশ্যই আল্লাহ্'র সাথে কুফুরি করা থেকে বিরত থাকতে হবে। অতএব, বুঝে নিতে হবে যে, কুফুরি থেকে বেঁচে থাকা আমাদের কর্মসূচি হওয়া উচিৎ।

৩। **বিদ'আহ ঃ** এ সম্পর্কে জাবির ইবনু আব্দুল্লাহ্ رضي الله عنه হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ ﷺ খুৎবাহ্'য় বলতেন,

...كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِى النَّارِ...

"...সকল (দ্বীনের নামে) বিদ'আহ্-ই গুমরাহী এবং সকল (দ্বীনের নামে) বিদ'আহ্'র পরিণাম জাহান্নাম..." -**নাসাঈ,** স্বহীহ্, অধ্যায় ঃ ১৯, উভয় ঈদের স্বলাত, অনুচ্ছেদ ঃ ২২, খুৎবাহ্ কেমন হবে, হাদিস # ১৫৭৮।

যেহেতু আমাদের লক্ষ্য জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাওয়া তাই এই জাহান্নাম থেকে মুক্তি পেতে হলে অবশ্যই আমাদের দ্বীনের নামে বিদ'আহ্ থেকে বেঁচে থাকতে হবে। অতএব, বুঝে নিতে হবে যে, দ্বীনের নামে বিদ'আহ্ থেকে বেঁচে থাকা আমাদের কর্মসূচি হওয়া উচিৎ।

৪। **অন্যদেরকে বাঁচানোর চেষ্টা করা ঃ** এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ্ বলেন,

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قُوْا اَنْفُسَكُمْ وَاَهْلِيْكُمْ نَارًا...

"হে ঈমানদারগণ; **তোমরা নিজেদেরকে ও তোমাদের পরিবারকে জাহান্নাম থেকে বাঁচাও...**" -সূরাহ্ তাহরীম (৬৬), ৬।

যেহেতু আমাদের লক্ষ্য নিজেদেরকে জাহান্নাম থেকে বাঁচানো তাই এই আয়াত

অনুযায়ী নিজেদেরকে জাহান্নাম থেকে বাঁচাতে হলে অন্যদেরকেও জাহান্নাম থেকে বাঁচানোর চেষ্টা করতে হবে। তাই আমাদের কর্মসূচি হওয়া উচিৎ অন্যদেরকে জাহান্নাম থেকে বাঁচানোর চেষ্টা করা। অর্থাৎ অন্যদেরকেও শিরক্, কুফর ও বিদ'আহ্ থেকে বাঁচানোর চেষ্টা করা।

খ. কুরআন-হাদীস এবং স্বহাবীগণের দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে ইসলামী জ্ঞান অর্জন করা

এ সম্পর্কে আব্দুল্লাহ্ ইবনু আমর رضي الله عنه হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন,

...وَاِنَّ بَنِىْ اِسْرَائِيْلَ تَفَرَّقَتْ عَلٰى ثِنْتَيْنِ وَسَبْعِيْنَ مِلَّةً وَتَفْتَرِقُ اُمَّتِىْ عَلٰى ثَلَاثٍ وَسَبْعِيْنَ مِلَّةً كُلُّهُمْ فِى النَّارِ اِلَّا مِلَّةً وَاحِدَةً قَالُوْا مَنْ هِىَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ؟ قَالَ مَا اَنَا عَلَيْهِ وَاَصْحَابِىْ.

"আমার উম্মাহ ৭৩ দলে বিভক্ত হবে। শুধু একটি দল ছাড়া তাদের সবাই (৭২ দল) জাহান্নামে যাবে। তাঁরা (স্বহাবীগণ) বললেন হে আল্লাহ্র রাসূল ﷺ সে দলটি কোনটি ? তিনি ﷺ বললেন আমি ও আমার স্বহাবীগণ যার উপর প্রতিষ্ঠিত (সে দলটি জান্নাতে যাবে)।" -**তিরমিযী,** হাসান, অধ্যায় ঃ ৩৮, কিতাবুল ঈমান, অনুচ্ছেদ ঃ ১৮, এই উম্মাতের অনৈক্য, হাদিস # ২৬৪১।

এ হাদিসে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ স্পষ্টভাবে বলেছেন, তাঁর উম্মাৎ ৭৩ দলে বিভক্ত হবে। তাঁদের একটি দল ছাড়া ৭২ দলই জাহান্নামে যাবে। সে একটি দলের পরিচয় রাসূলুল্লাহ্ ﷺ দিয়েছেন, যে দলটি আমার (অর্থাৎ কুরআন ও হাদিস) এবং আমার স্বহাবীদের পথে রয়েছে অর্থাৎ কুরআন-হাদিস এবং তাঁর স্বহাবীদের পথে থাকলেই জান্নাত নিশ্চিত।

যেহেতু আমাদের লক্ষ্য, জান্নাত পাওয়া এবং জাহান্নাম থেকে বাঁচা, এই লক্ষ্য অর্জন করতে হলে অবশ্যই কুরআন, হাদিস এবং স্বহাবীগণের দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে চলতে হবে। তাই আমাদের কর্মসূচি হওয়া উচিৎ কুরআন-হাদীস এবং স্বহাবীগণের দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে ইসলামী জ্ঞান অর্জন করা।

গ. কুরআন ও গ্রহণযোগ্য হাদিসের ভিত্তিতে মুসলিমদের ঐক্যবদ্ধ করা

এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ্ বলেন, وَاعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيْعًا وَّلَا تَفَرَّقُوْا...

"তোমরা আল্লাহ'র **হাবলকে (কুরআন ও হাদিসকে) ঐক্যবদ্ধ হয়ে আঁকড়ে ধর...**"

-সূরাহ্ আলি-ইমরান (৩), ১০৩।

যেহেতু আমাদের লক্ষ্য আল্লাহ্'র সন্তুষ্টি অর্জন করা তাই আল্লাহ্'র কথাকে মেনে আমাদেরকে কুরআন ও হাদিস অনুযায়ী ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। এ জন্য আমাদের কর্মসূচি হওয়া উচিৎ কুরআন ও গ্রহণযোগ্য হাদিসের ভিত্তিতে মুসলিমদের ঐক্যবদ্ধ করা।

অতএব, আল্লাহ্'র সন্তুষ্টি কামনায় এই লক্ষ্য ও কর্মসূচিকে বাস্তবায়ন করতে সকল মুসলিমকে এগিয়ে আসা উচিৎ। আল্লাহ্ আমাদের সহায় হউন, আমীন।

-ঃ সমাপ্ত ঃ-

লেখকের প্রকাশিত বইসমূহ

- আমাদের মাযহাব কি বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত ?
- কাফির বলার প্রয়োজনীয়তা ও নিয়ম
- একই দিনে সকল মুসলিমকে অবশ্যই সওম (রোজা) ও ঈদ পালন করতে হবে
- রসূলুল্লাহ্ ﷺ কে যেভাবে ভালবাসতে হবে এবং তাঁকে ﷺ কটাক্ষকারীর বিধান
- সংশয়কারীদের সংশয় নিরসণ, আল্লাহ্ কোথায়?
- হাদিস কি আল্লাহ্'র ওয়াহী? কুরআন কি বলে...
- বিভ্রান্তি নিরসণে ওয়াহীর আলোকে দাজ্জালের পরিচয়

লেখকের পরবর্তী বইসমূহ

- জ্বীনের আসর, যাদুটোনা ও বদনজর থেকে বাঁচার উপায়
- শারী'আহ্ বুঝার মূলনীতি
- বিদ'আহ্ কি ও তার হুকুম

- সহীহ্ সনদের আলোকে বাতিল ফিরক্বাহ্'র পরিচয়
- কুরআন ও সুন্নাহ্'র আলোকে তাক্বদীর
- কুরআন ও সুন্নাহ্'র আলোকে তাওবাহ্'র বিধান
- কুরআন পড়ার ফযিলত
- রসূলুল্লাহ্ ﷺ কি নূরের তৈরী না'কি মাটির?
- শারী'আহ্'র দৃষ্টিকোণ থেকে সম্মান না দিয়ে ছবি ও ভাষ্কর্য তৈরী করা বা ঘরে রাখা জায়েয।
- রসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, "যে ব্যক্তি বলে আমি ইউনুস ইবনে মাত্তার থেকে উত্তম সে অবশ্যই মিথ্যা বলেছে।"

-বুখারী, অধ্যায় ঃ ৬৫, কুরআনের তাফসীর, অনুচ্ছেদ ঃ ২৭, মহান আল্লাহ'র বাণী"তোমার নিকট ওয়াহী প্রেরণ করেছি যেমন ইউনুস, হারুন এবং সুলাইমান এর নিকট ওয়াহী প্রেরণ করেছিলাম" -সূরা নিসা (৪), ১৬৩, হাদিস # ৪৬০৪

- উঁচুশব্দে ক্বিরাত বিশিষ্ট স্বলাতে আমীন উচ্চস্বরে না নিম্নস্বরে...
- স্বলাত তরককারীর বিধান
- ইমামের পেছনে সূরাহ্ ফাতিহা পাঠ

কোন মুসলিম যদি প্রকাশিত বইগুলো কোন রকম সংযোজন-বিয়োজন ছাড়া নিজ খরচে বিনামূল্যে বিতরণের জন্য আগ্রহী হন তাহলে নিম্নোক্ত মোবাইল নাম্বারে যোগাযোগ করুন-

০১৬৮১৫৭৯৮৯৮ (আরিফ)
০১৯২৬৬৫০৪২৩ (মঈন)
০১৯১৩৭১৮৮৬৪ (মিন্টু)